Total Report: 104

DhakaTribune

01 Sep 2020

Workers for withdrawal of extra tax on bidi

Officials of Bangladesh Bidi Sramik Federation attend a press briefing to announce their demands at the Jatiya Press Club on Tuesday, September 1, 2020 **Courtesy**

The homegrown industry will face severe problems for hiking tax on bidi while the cigarette companies will take extra benefits if the tax on bidi and advanced tax on the industry increase

Scores of bidi workers and their leaders on Tuesday placed six-point demands, including withdrawal of extra tax and advanced income tax on bidi, for running their trade and production without any obstacle.

They held a press briefing to announce their demands at the Jatiya Press Club in the capital, said a press release.

Bangladesh Bidi Sramik Federation President M K Bangali placed the demands in a written speech, where he claimed scores of employees, including widow, paralyzed and illiterate men, will lose their jobs if the present tax and advanced income tax from the current fiscal year continue.

The homegrown industry will face severe problems for hiking tax on bidi while the cigarette companies will take extra benefits if the tax on bidi and advanced tax on the industry increase, he added.

He also urged the authorities to ensure the opportunity of six working days every week.

Bangladesh Bidi Sramik Federation Executive President Amin Uddin BSc, its General Secretary Abdur Rahman, Central Joint Secretary Herik Hossain, Organizing Secretary Abdul Gafur,Women Affiars Seretary Maya Begum, and Publicity Secretary Sirazul Islam, among others, were present in the program.

https://www.dhakatribune.com/business/2020/09/01/workers-for-withdrawal-of-extra-tax-on-bidi

breakingnews.com.bd
যখনই ঘটনা তখনই সংবাদ

01 Sep 2020

বিড়িতে ধার্য অতিরিক্ত ৪ টাকা শুল্ক প্রত্যাহারের দাবি

দেশের বিড়ি শিল্প রক্ষা, শ্রমিকদের নিয়মিত কাজ ও ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে বিড়ির ওপর ধার্য করা অতিরিক্ত ৪ টাকা শুল্ক প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশন।

মঙ্গলবার (০১ সেপ্টেম্বর) জাতীয় প্রেসক্লাবের আব্দুস সামাদ হলে বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশন আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশন সভাপতি এম.কে বাঙালী বলেন, ‘সরকার প্রতি বছর বিড়ির ওপর অযৌক্তিক করারোপ করে এই শিল্পকে ধ্বংসের দোরগোড়ায় নিয়ে গেছে। করের বোঝা সহ্য করতে না পেরে ইতোমধ্যে শত শত বিড়ি শিল্পপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়েছে। বেকার হয়েছে লাখো শ্রমিক। বিড়ি শিল্প আজ নিদারুণ সমস্যার সম্মুখীন। প্রতিবছর বাজেটে বিড়ির ওপর করারোপ বৈষম্যমূলক।’

চলতি অর্থবছরে (২০২০-২১) বাজেটে প্রতি প্যাকেট বিড়ির মূল্য ৪ টাকা বৃদ্ধি করা হয়। যাকে বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশন সভাপতি বিড়ি শিল্পকে সমূলে ধ্বংস করার আরেকটি কৌশল বলে উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, ‘যেখানে বিড়ির প্যাকেট প্রতি ৪ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে সেখানে নিম্নস্তরের সিগারেটের দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে মাত্র ২ টাকা। অপরদিকে মধ্যস্তরের সিগারেটে কোনও ট্যাক্স বৃদ্ধি করেনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)।’

এসময় তিনি চলতি বাজেটে বিড়ির প্যাকেট প্রতি ৪ টাকা বর্ধিত কর প্রত্যাহারের দাবি জানান।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্য দাবিগুলোর মধ্যে ছিল- বিড়ির ওপর আরোপিত অগ্রিম আয়কর প্রত্যাহার, সপ্তাহে ৬ দিন কাজের নিশ্চয়তা, ভারতের ন্যায় বিড়িকে কুটির শিল্প হিসেবে ঘোষণা ও বাংলাদেশে সিগারেট যতদিন থাকবে বিড়ি ততদিন থাকবে।

https://www.breakingnews.com.bd/economics-business/article/154162

শেয়ার বিজ
সৃজনের পথে উন্নত স্বদেশ

01 Sep 2020

শুল্ককর বৈষম্যে বন্ধ হচ্ছে বিড়ি কারখানা, বেকার হচ্ছেন কর্মীরা

অতিরিক্ত শুল্ককর প্রত্যাহারের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক: বিড়ি শিল্প রক্ষা, চলতি বাজেটে বিড়ির উপর বৃদ্ধিকৃত ৪ টাকা মূল্য প্রত্যাহার, বিড়ির উপর অগ্রিম আয়কর প্রত্যাহার, সপ্তাহে ছয়দিন কাজের নিশ্চয়তাসহ ৫ দফা দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে বিড়ি শ্রমিকরা। মঙ্গলবার জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি তুলে ধরেন তারা। বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের আয়োজনে নারীসহ কয়েকশ বিড়ি শ্রমিক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ফেডারেশনের সভাপতি এমকে বঙ্গালী। লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, দেশের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বিড়ি তৈরী করে জীবিকা নির্বাহ করে। তারা বিকল্প কোন কাজ না পেয়ে বিড়ি কারখানায় শ্রম দেয়। বিড়ি শিল্পে সমাজের অসহায়, বিশেষ করে চর, মঙ্গা অঞ্চলের অসহায় মানুষ, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, পঙ্গুসহ বেকার শ্রমিকদের একমাত্র কর্মসংস্থান।

কিন্তু বিড়িতে মাত্রাতিরিক্ত করারোপের ফলে বিড়ি মালিকরা কারখানা বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে শ্রমিকরা কর্ম হারিয়ে বেকার জীবন যাপন করছে। করোনা মহামারিতে কর্মের অভাবে তারা চরম অসহায়ত্বে দিনাতিপাত করছে।

এ বছর ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটেও প্রতি প্যাকেট বিড়ি ৪ টাকা মূল্য বৃদ্ধি করে বিড়িকে স্বমূলে ধ্বংস করার আরেকটি কৌশল অবলম্বন করেছে। বিড়িতে প্যাকেট প্রতি যেখানে ৪ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে সেখানে নিম্নস্তরের সিগারেটে মাত্র ২ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়াও মধ্যমস্তরের সিগারেটে কোন ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হয়নি।

এই মূল্য বৈষম্য সৃষ্টির মাধ্যমে বিড়ির বাজার সিগারেটের হাতে তুলে দিয়েছে। ফলে বিদেশি সিগারেট কোম্পানী একচেটিয়া ব্যবসা করে এদেশ থেকে প্রচুর টাকা পাচার করছে। এছাড়াও বিড়ির উপর শুল্ক বৃদ্ধির কারণে নকল বিড়িতে বাজার সয়লাব হয়ে যাচ্ছে। ফলে কোটি কোটি টাকার রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার। আমরা এই মূল্য বৈষম্য সৃষ্টির তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং বাজেটে মূল্য বৃদ্ধি প্রত্যাহার করে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এবং করোনাকালীন সমস্যায় বিড়ি শিল্পকে সচল রাখতে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট জোর দাবি জানাচ্ছি।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এমকে বাঙ্গালী, কার্যকরী সভাপতি আমিন উদ্দিন বিএসসি, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান, কেন্দ্রীয় যুগ্ম-সম্পাদক ও পাবনা জেলা বিড়ি মজদুর ইউনিয়নের সভাপতি হেরিক হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল গফুর, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক মায়া বেগম, নারায়নগঞ্জ জেলা বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, নারায়নগঞ্জ জেলা বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তর সম্পাদক আনোয়ার হোসেন প্রমুখ।

https://sharebiz.net/শুল্ককর-বৈষম্যে-বন্ধ-হচ/

সত্য প্রকাশে আপসহীন THE DAILY BHORER DAK
ভোরের ডাক

01 Sep 2020

৫ দফা দাবিতে বিড়ি শ্রমিকদের সংবাদ সম্মেলন

Published :Tuesday,1 September ,2020 at 7:08 PM

অ+অ-অ

ভোরের ডাক ডেস্ক : বিড়ি শিল্প রক্ষা, চলতি বাজেটে বিড়ির উপর বৃদ্ধিকৃত ৪ টাকা মূল্য প্রত্যাহার, বিড়ির উপর অগ্রীম আয়কর প্রত্যাহার, সপ্তাহে ৬দিন কাজের নিশ্চয়তাসহ ৫ দফা দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে বিড়ি শ্রমিকরা। মঙ্গলবার জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি তুলে ধরেন তারা। বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের আয়োজনে নারীসহ কয়েকশ বিড়ি শ্রমিক নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ফেডারেশনের সভাপতি এমকে বঙ্গালী। লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, দেশের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বিড়ি তৈরী করে জীবিকা নির্বাহ করে। তারা বিকল্প কোন কাজ না পেয়ে বিড়ি কারখানায় শ্রম দেয়। বিড়ি শিল্পে সমাজের অসহায়, বিশেষ করে চর, মঙ্গা অঞ্চলের অসহায় মানুষ, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, পঙ্গুসহ বেকার শ্রমিকদের একমাত্র কর্মসংস্থান। কিন্তু বিড়িতে মাত্রাতিরিক্ত করারোপের ফলে বিড়ি মালিকরা কারখানা বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে শ্রমিকরা কর্ম হারিয়ে বেকার জীবন যাপন করছে। করোনা মহামারীতে কর্মের অভাবে তারা চরম অসহায়ত্বে দিনাতিপাত করছে। এ বছর ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটেও প্রতি প্যাকেট বিড়ি ৪ টাকা মূল্য বৃদ্ধি করে বিড়িকে স্বমূলে ধ্বংস করার আরেকটি কৌশল অবলম্বন করেছে। বিড়িতে প্যাকেট প্রতি যেখানে ৪ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে সেখানে নি¤œস্তরের সিগারেটে মাত্র ২ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়াও মধ্যমস্তরের সিগারেটে কোন ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হয়নি। এই মূল্য বৈষম্য সৃষ্টির মাধ্যমে বিড়ির বাজার সিগারেটের হাতে তুলে দিয়েছে। ফলে বিদেশী সিগারেট কোম্পানী একচেটিয়া ব্যবসা করে এদেশ থেকে প্রচুর টাকা পাচার করছে। এছাড়াও বিড়ির উপর শুল্ক বৃদ্ধির কারণে নকল বিড়িতে বাজার সয়লাব হয়ে যাচ্ছে। ফলে কোটি কোটি টাকার রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার। আমরা এই মূল্য বৈষম্য সৃষ্টির তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং বাজেটে মূল্য বৃদ্ধি প্রত্যাহার করে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এবং করোনাকালীন সমস্যায় বিড়ি শিল্পকে সচল রাখতে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট জোর দাবী জানাচ্ছি।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এমকে বাঙ্গালী, কার্যকরী সভাপতি আমিন উদ্দিন বিএসসি, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান, কেন্দ্রীয় যুগ্ম-সম্পাদক ও পাবনা জেলা বিড়ি মজদুর ইউনিয়নের সভাপতি হেরিক হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল গফুর, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক মায়া বেগম, নারায়নগঞ্জ জেলা বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, নারায়নগঞ্জ জেলা বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তর সম্পাদক আনোয়ার হোসেন প্রমুখ।

https://bhorer-dak.com/details.php?id=159151

সারাবাংলা
sarabangla.net

01 Sep 2020

বিড়ির ওপর থেকে অগ্রিম আয়কর প্রত্যাহারের দাবি

স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট

ঢাকা: চলতি বাজেটে বিড়ির ওপর বৃদ্ধি করা চার টাকা মূল্য প্রত্যাহার, বিড়ির ওপর অগ্রিম আয়কর প্রত্যাহার, সপ্তাহে ছয় দিন কাজের নিশ্চয়তাসহ পাঁচ দফা দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন বিড়ি শ্রমিকরা।

বিজ্ঞাপন

মঙ্গলবার (সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের উদ্যোগে জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ফেডারেশনের সভাপতি এম কে বঙ্গালী। লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, ‘দেশের লাখ লাখ শ্রমিক বিড়ি তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করে। তারা বিকল্প কোনো কাজ না পেয়ে বিড়ি কারখানায় শ্রম দেয়। বিড়ি শিল্পে সমাজের অসহায়, বিশেষ করে চর, মঙ্গা অঞ্চলের অসহায় মানুষ, বিধবা, পঙ্গুসহ বেকার শ্রমিকদের একমাত্র কর্মসংস্থান। কিন্তু বিড়িতে মাত্রাতিরিক্ত করারোপের ফলে বিড়ি মালিকরা কারখানা বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছেন। ফলে শ্রমিকরা কর্ম হারিয়ে বেকার জীবনযাপন করছেন।’

সংবাদ সম্মেলনে আরও বলা হয়, ‘করোনা মহামারিতে কাজের অভাবে তারা চরম অসহায়ত্বে দিনাতিপাত করছে। এ বছর ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটেও প্রতি প্যাকেট বিড়ি চার টাকা মূল্য বৃদ্ধি করে বিড়িশিল্পকে ধ্বংস করার আরেকটি কৌশল অবলম্বন করেছে। বিড়িতে প্যাকেট প্রতি যেখানে চার টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে, সেখানে নিম্নস্তরের সিগারেটে মাত্র দুই টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়া মধ্যমস্তরের সিগারেটে কোনো ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হয়নি। এই মূল্যবৈষম্য সৃষ্টির মাধ্যমে বিড়ির বাজার সিগারেটের হাতে তুলে দিয়েছে। ফলে বিদেশি সিগারেট কোম্পানি একচেটিয়া ব্যবসা করে এ দেশ থেকে প্রচুর টাকা পাচার করছে। এছাড়া বিড়ির ওপর শুল্ক বৃদ্ধির কারণে নকল বিড়িতে বাজার সয়লাব হয়ে যাচ্ছে। ফলে কোটি কোটি টাকার রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার।‘

বিজ্ঞাপন

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এম কে বাঙ্গালী, কার্যকরী সভাপতি আমিন উদ্দিন বিএসসি, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান, কেন্দ্রীয় যুগ্ম-সম্পাদক ও পাবনা জেলা বিড়ি মজদুর ইউনিয়নের সভাপতি হেরিক হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল গফুর, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক মায়া বেগম, নারায়নগঞ্জ জেলা বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম ও নারায়ণগঞ্জ জেলা বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক কেন্দ্রীয় কমিটির দফতর সম্পাদক আনোয়ার হোসেনসহ অনেকে।

https://sarabangla.net/post/sb-462933/

01 Sep 2020

বিড়ির বাজার সিগারেটের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে, শ্রমিকদের দাবি

বিড়ি শ্রমিকদের সংবাদ সম্মেলন

বিড়ি শিল্প রক্ষা, চলতি বাজেটে বিড়ির উপর বাড়তি ৪ টাকা মূল্য প্রত্যাহার, অগ্রিম আয়কর প্রত্যাহার ও সপ্তাহে ৬দিন কাজের নিশ্চয়তাসহ ৫ দফা দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে বিড়ি শ্রমিকরা।

মঙ্গলবার জাতীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি তুলে ধরেন বিড়ি শ্রমিকরা।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে ফেডারেশনের সভাপতি এমকে বঙ্গালী বলেন, দেশের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বিড়ি তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করে। তারা বিকল্প কোন কাজ না পেয়ে বিড়ি কারখানায় শ্রম দেয়। বিড়ি শিল্পে সমাজের অসহায়, বিশেষ করে চর, মঙ্গা অঞ্চলের অসহায় মানুষ, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, পঙ্গুসহ বেকার শ্রমিকদের একমাত্র কর্মসংস্থান। কিন্তু বিড়িতে মাত্রাতিরিক্ত করারোপের ফলে বিড়ি মালিকরা কারখানা বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে শ্রমিকরা কাজ হারিয়ে বেকার জীবন যাপন করছে। করোনা মহামারিতে কর্মের অভাবে তারা চরম অসহায়ত্বে দিনাতিপাত করছে।

এ বছর ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটেও প্রতি প্যাকেট বিড়ি ৪ টাকা মূল্য বৃদ্ধি করে বিড়িকে স্বমূলে ধ্বংস করার আরেকটি কৌশল অবলম্বন করেছে। বিড়িতে প্যাকেট প্রতি যেখানে ৪ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে সেখানে নিম্নস্তরের সিগারেটে মাত্র ২ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

এছাড়াও মধ্যমস্তরের সিগারেটে কোন ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হয়নি। এই মূল্য বৈষম্য সৃষ্টির মাধ্যমে বিড়ির বাজার সিগারেটের হাতে তুলে দিয়েছে। ফলে বিদেশি সিগারেট কোম্পানি একচেটিয়া ব্যবসা করে এদেশ থেকে প্রচুর টাকা পাচার করছে। এছাড়াও বিড়ির উপর শুল্ক বৃদ্ধির কারণে নকল বিড়িতে বাজার সয়লাব হয়ে যাচ্ছে। ফলে কোটি কোটি টাকার রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার। আমরা এই মূল্য বৈষম্য সৃষ্টির তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং বাজেটে মূল্য বৃদ্ধি প্রত্যাহার করে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এবং করোনাকালীন সমস্যায় বিড়ি শিল্পকে সচল রাখতে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট জোর দাবি জানাচ্ছি।

https://www.rtvonline.com/bangladesh/103016/বিড়ির-বাজার-সিগারেটের-হাতে-তুলে-দেয়া-হয়েছে-শ্রমিকদের-দাবি

NEWSZONE BD.COM
দেশ ও মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত

01 Sep 2020

৫ দফা দাবিতে জাতীয় প্রেসক্লাবে বিড়ি শ্রমিকদের সংবাদ সম্মেলন

জাতীয় প্রেসক্লাবে বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের সংবাদ সম্মেলন

বিড়ি শিল্প রক্ষা, চলতি বাজেটে বিড়ির উপর বৃদ্ধিকৃত ৪ টাকা মূল্য প্রত্যাহার, বিড়ির উপর অগ্রীম আয়কর প্রত্যাহার, সপ্তাহে ৬দিন কাজের নিশ্চয়তাসহ ৫ দফা দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে বিড়ি শ্রমিকরা। মঙ্গলবার জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি তুলে ধরেন তারা। বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের আয়োজনে নারীসহ কয়েকশ বিড়ি শ্রমিক নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ফেডারেশনের সভাপতি এমকে বঙ্গালী। লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, দেশের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বিড়ি তৈরী করে জীবিকা নির্বাহ করে। তারা বিকল্প কোন কাজ না পেয়ে বিড়ি কারখানায় শ্রম দেয়। বিড়ি শিল্পে সমাজের অসহায়, বিশেষ করে চর, মঙ্গা অঞ্চলের অসহায় মানুষ, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, পঙ্গুসহ বেকার শ্রমিকদের একমাত্র কর্মসংস্থান।

কিন্তু বিড়িতে মাত্রাতিরিক্ত করারোপের ফলে বিড়ি মালিকরা কারখানা বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে শ্রমিকরা কর্ম হারিয়ে বেকার জীবন যাপন করছে। করোনা মহামারীতে কর্মের অভাবে তারা চরম অসহায়ত্বে দিনাতিপাত করছে। এ বছর ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটেও প্রতি প্যাকেট বিড়ি ৪ টাকা মূল্য বৃদ্ধি করে বিড়িকে স্বমূলে ধ্বংস করার আরেকটি কৌশল অবলম্বন করেছে।

www.newszonebd.com/news/8552/৫-দফা-দাবিতে-জাতীয়-প্রেসক্লাবে-বিড়ি-শ্রমিকদের-সংবাদ-সম্মেলন

01 Sep 2020

Demand for withdrawal of duty on bidi. ATN Bangla

https://www.youtube.com/watch?v=gad_Tt9XGiQ

Demand for withdrawal of duty on bidi. Bangla TV

https://www.youtube.com/watch?v=UozrsPmQpOI

Public suffering due to road digging. DBC

https://www.youtube.com/watch?v=3feyKPsX4RI

Demand for withdrawal of duty on bidi. Deepto TV

https://www.youtube.com/watch?v=eNxxuPIwdU4

Demand for withdrawal of duty on bidi. Ekattor TV

https://www.youtube.com/watch?v=rVw4JJjxn4c

Demand for withdrawal of duty on bidi. Jamuna TV

https://www.youtube.com/watch?v=ePXNHOFJnXo

Demand for withdrawal of duty on bidi. Nagorik TV

https://www.youtube.com/watch?v=Ud7E_2GNWEE

01 Sep 2020

বিড়ি শ্রমিকদের সংবাদ সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদক ▶▶

বিড়ি শিল্প রক্ষা, চলতি বাজেটে বিড়ির উপর বৃদ্ধিকৃত ৪ টাকা মূল্য প্রত্যাহার, বিড়ির উপর অগ্রীম আয়কর প্রত্যাহার, সপ্তাহে ৬দিন কাজের নিশ্চয়তাসহ ৫ দফা দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে বিড়ি শ্রমিকরা। গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি তুলে ধরেন তারা। বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের আয়োজনে নারীসহ কয়েকশ বিড়ি শ্রমিক নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ফেডারেশনের সভাপতি এমকে বঙ্গালী। লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, দেশের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বিড়ি তৈরী করে জীবিকা নির্বাহ করে। তারা বিকল্প কোন কাজ না পেয়ে বিড়ি কারখানায় শ্রম দেয়। বিড়ি শিল্পে সমাজের অসহায়, বিশেষ করে চর, মঙ্গা অঞ্চলের অসহায় মানুষ, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, পঙ্গুসহ বেকার শ্রমিকদের একমাত্র কর্মসংস্থান। কিন্তু বিড়িতে মাত্রাতিরিক্ত করারোপের ফলে বিড়ি মালিকরা কারখানা বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে শ্রমিকরা কর্ম হারিয়ে বেকার জীবন যাপন করছে। করোনা মহামারীতে কর্মের অভাবে তারা চরম অসহায়ত্বে দিনাতিপাত করছে। এ বছর ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটেও প্রতি প্যাকেট বিড়ি ৪ টাকা মূল্য বৃদ্ধি করে বিড়িকে স্বমূলে ধ্বংস করার আরেকটি কৌশল অবলম্বন করেছে। বিড়িতে প্যাকেট প্রতি যেখানে ৪ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে সেখানে নিম্নস্তরের সিগারেটে মাত্র ২ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়াও মধ্যমস্তরের সিগারেটে কোন ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হয়নি।

https://epaper.amar-sangbad.com/epaper/viewmap/100122.jpg

সমকাল

01 Sep 2020

বিড়িতে শুল্ক প্রত্যাহারের দাবি

ফাইল ছবি

বিড়ি শিল্পরক্ষা, শ্রমিকদের নিয়মিত কাজ এবং ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে বিড়ির ওপর ধার্যকৃত অতিরিক্ত চার টাকা শুল্ক প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশন।

মঙ্গলবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের আব্দুস সামাদ মিলনায়তনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা এ দাবি জানান।

সংবাদ সম্মেলনে এম কে বাঙ্গালী বলেন, সরকার প্রতি বছর বিড়ির ওপর অযৌক্তিক কর আরোপ করে এই শিল্পকে ধ্বংসের দোরগোড়ায় নিয়ে গেছে। করের বোঝা সহ্য করতে না পেরে ইতোমধ্যে শত শত বিড়ি শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়েছে। বেকার হয়েছে লাখ লাখ শ্রমিক। তাই ধূমপান থাকলে বিড়ি থাকবে এটাই হলো আমাদের মূল দাবি।

তিনি আরও বলেন, যেখানে বিড়ির প্যাকেট প্রতি ৪ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে, সেখানে নিম্নস্তরের সিগারেটের দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে মাত্র ২ টাকা। অপরদিকে মধ্যস্তরের সিগারেটে কোনও ট্যাক্স বৃদ্ধি করেনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)।

চলতি অর্থবছরে (২০২০-২১) বাজেটে প্রতি প্যাকেট বিড়ির মূল্য ৪ টাকা বৃদ্ধি করা হয়, যাকে বিড়ির শ্রমিক ফেডারেশন সভাপতি বিড়ি শিল্পকে সমূলে ধ্বংস করার আরেকটি কৌশল বলে উল্লেখ করেন। তিনি বিড়ির ওপর আরোপিত অগ্রিম আয়কর প্রত্যাহার, সপ্তাহে ছয়দিন কাজের নিশ্চয়তা, ভারতের মতো বিড়িকে কুটির শিল্প হিসেবে ঘোষণা করার দাবিও জানান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি এম কে বাঙ্গালী, সাধারণ সম্পাদক বআব্দুর রহমান, নারী বিষয়ক সম্পাদক মায়া প্রমুখ।

https://samakal.com/capital/article/200935678/-বিড়িতে-শুল্ক-প্রত্যাহারের-দাবি

01 Sep 2020

বিড়িতে শুল্ক প্রত্যাহারসহ ৫ দফা দাবি

বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের সংবাদ সম্মেলন

ঢাকা: বিড়ি শিল্পরক্ষা, শ্রমিকদের নিয়মিত কাজ ও ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে বিড়ির ওপর ধার্যকৃত অতিরিক্ত চার টাকা শুল্ক প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশন।

মঙ্গলবার (০১ সেপ্টেম্বর) জাতীয় প্রেসক্লাবের আব্দুস সামাদ হলে বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশন আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি এম কে বাঙালী বলেন, সরকার প্রতি বছর বিড়ির ওপর অযৌক্তিক করারোপ করে এই শিল্পকে ধ্বংসের দোরগোড়ায় নিয়ে গেছে। করের বোঝা সহ্য করতে না পেরে ইতোমধ্যে শত শত বিড়ি শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়েছে। বেকার হয়েছে লাখ লাখ শ্রমিক। বিড়ি শিল্প আজ নিদারুণ সমস্যার সম্মুখীন।

চলতি অর্থবছরে (২০২০-২১) বাজেটে প্রতি প্যাকেট বিড়ির মূল্য ৪ টাকা বৃদ্ধি করা হয়, যাকে বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশন সভাপতি বিড়ি শিল্পকে সমূলে ধ্বংস করার আরেকটি কৌশল বলে উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, যেখানে বিড়ির প্যাকেট প্রতি ৪ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে সেখানে নিম্নস্তরের সিগারেটের দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে মাত্র ২ টাকা। অপরদিকে মধ্যস্তরের সিগারেটে কোন ট্যাক্স বৃদ্ধি করেনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)।

বিড়ির ওপর আরোপিত অগ্রিম আয়কর প্রত্যাহার, সপ্তাহে ছয়দিন কাজের নিশ্চয়তা, ভারতের মতো বিড়িকে কুটির শিল্প হিসেবে ঘোষণার করার দাবি জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে।

https://www.banglanews24.com/economics-business/news/bd/809181.details

প্রতিদিনের সংবাদ
www.protidinersangbad.com

01 Sep 2020

বিড়ির ওপর থেকে অগ্রিম আয়কর প্রত্যাহারের দাবি

বিড়িশিল্প রক্ষা, চলতি বাজেটে বিড়ির ওপর বৃদ্ধি করা চার টাকা মূল্য প্রত্যাহার, বিড়ির ওপর অগ্রিম আয়কর প্রত্যাহার, সপ্তাহে ছয় দিন কাজের নিশ্চয়তাসহ পাঁচ দফা দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন বিড়ি শ্রমিকরা। গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি তুলে ধরেন তারা। বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের আয়োজনে নারীসহ কয়েক শ বিড়ি শ্রমিক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ফেডারেশনের সভাপতি এম কে বাঙ্গালী। লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, দেশের লাখ লাখ শ্রমিক বিড়ি তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। তারা বিকল্প কোনো কাজ না পেয়ে বিড়ি কারখানায় শ্রম দেন। বিড়িশিল্পে সমাজের অসহায়, বিশেষ করে চর, মঙ্গা অঞ্চলের অসহায় মানুষ, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, পঙ্গুসহ বেকার শ্রমিকদের একমাত্র কর্মসংস্থান। কিন্তু বিড়িতে মাত্রাতিরিক্ত করারোপের ফলে বিড়ি কারখানার মালিকরা কারখানা বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে শ্রমিকরা কর্ম হারিয়ে বেকার জীবনযাপন করছেন। করোনা মহামারিতে কর্মের অভাবে তারা চরম অসহায়ত্বে দিনাতিপাত করছেন। এ বছর ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটেও প্রতি প্যাকেট বিড়ি চার টাকা মূল্যবৃদ্ধি করে বিড়িকে ধ্বংস করার আরেকটি কৌশল অবলম্বন করেছে। বিড়িতে প্যাকেটপ্রতি যেখানে চার টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে, সেখানে নিম্নস্তরের সিগারেটে মাত্র দুই টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ ছাড়া মধ্যমস্তরের সিগারেটে কোনো ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হয়নি। এই মূল্যবৈষম্য সৃষ্টির মাধ্যমে বিড়ির বাজার সিগারেটের হাতে তুলে দিয়েছে।

এ ছাড়া বিড়ির ওপর শুল্কবৃদ্ধির কারণে নকল বিড়িতে বাজার সয়লাব হয়ে যাচ্ছে।

https://www.protidinersangbad.com/todays-newspaper/trade/231266/বিড়ির-ওপর-থেকে-অগ্রিম-আয়কর-প্রত্যাহারের-দাবি

যায়যায়দিন

01 Sep 2020

৫ দফা দাবিতে বিড়ি শ্রমিকদের আলটিমেটাম

বিড়ি শিল্প রক্ষায় বাজেটে বিড়ির ওপর বৃদ্ধি করা ৪ টাকা মূল্য প্রত্যাহার, অগ্রিম আয়কর প্রত্যাহার, সপ্তাহে ৬ দিন কাজের নিশ্চয়তাসহ ৫ দফা দাবিতে আল্টিমেটাম দিয়েছে বিড়ি শ্রমিকরা। গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি তুলে ধরে আলটিমেটাম দেন বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশন। সংবাদ সম্মেলনে নারী শ্রমিক নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে ফেডারেশনের সভাপতি এমকে বাঙ্গালী বলেন, বিড়ি শিল্পকে ধ্বংস করার জন্য যা যা দরকার গেল বাজেটে সব করা হয়েছে। ৫ দফা দাবিতে দীর্ঘদিন সরকার, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে চিঠি দিলেও এখন পর্যন্ত কোনো দাবি মেনে নেওয়া হয়নি। দ্রুত এসব দাবি না মানলে রাস্তায় নামতে বাধ্য হব। লিখিত বক্তব্যে জানানো হয়, বাজেটে বিড়ির ওপর অতিরিক্তি শুল্কারোপের ফলে অনেক মালিকরা কারখানা বন্ধ করে দিচ্ছে। এতে দেশের লাখ লাখ বিড়ি শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ছে। সমাজের অসহায় মানুষ তাদের একমাত্র কর্মসংস্থান হারিয়ে বেকার জীবনযাপন করছেন। তারা অভিযোগ করেন, বাজেটে নিম্নস্তরের সিগারেটের দাম মাত্র ২ টাকা বাড়ালেও প্রতি প্যাকেট বিড়িতে ৪ টাকা মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। আর মধ্যম স্তরের সিগারেটে কোনো ট্যাক্স বাড়েনি। ফলে বাজারে মূল্যবৈষম্য তৈরি হয়েছে। এতে বিদেশি সিগারেট কোম্পানি একচেটিয়া ব্যবসা করে এদেশ থেকে প্রচুর টাকা পাচার করছে। অন্যদিকে নকল বিড়িতে বাজার সয়লাব হয়ে যাচ্ছে। ফলে কোটি কোটি টাকার রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার। এসব বৈষম্য দূর করে দ্রুত বিড়ি শিল্পকে রক্ষা করার দাবি জানান তারা। আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কার্যকরী সভাপতি আমিন উদ্দিন বিএসসি, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান, কেন্দ্রীয় যুগ্ম সম্পাদক হেরিক হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল গফুর এবং বিভিন্ন জেলা কমিটির নেতারা।

https://www.jaijaidinbd.com/todays-paper/trade-commerce/110648/৫-দফা-দাবিতে-বিড়ি-শ্রমিকদের-আলটিমেটাম

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

02 Sep 2020

সপ্তাহে ছয় দিন কাজের নিশ্চয়তা চান বিড়ি শ্রমিকরা

নিজেদের জীবন ও জীবিকার কল্যাণে সপ্তাহে ছয় দিন কাজের নিশ্চয়তা দাবি করেছেন বিড়ি শ্রমিকরা। তাদের দাবি, বিড়ি শ্রমিকদের রক্ষা করতে হলে এ খাতের শুল্ক বৈষম্য দূর করতে হবে। একই সঙ্গে জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় বিকল্প কর্মসংস্থানেরও দাবি জানিয়েছেন তারা। গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আয়োজিত এক সমাবেশে তারা এ দাবি করেন। সমাবেশে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি এম কে বাঙ্গালী। তিনি বলেন, দেশের লাখ লাখ শ্রমিক বিড়ি তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। বিড়ি শিল্পে সমাজের অসহায়, বিশেষ করে চর, মঙ্গা অঞ্চলের অসহায় মানুষ, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, পঙ্গুসহ বেকার শ্রমিকদের একমাত্র কর্মসংস্থান।

কিন্তু বিড়িতে মাত্রাতিরিক্ত করারোপের ফলে বিড়ি মালিকরা কারখানা বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছেন।

ফলে শ্রমিকরা কাজ হারিয়ে বেকার জীবনযাপন করছেন। করোনা মহামারীতে কাজের অভাবে তারা চরম অসহায়ত্বে দিনাতিপাত করছেন।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কার্যকরী সভাপতি আমিন উদ্দিন বিএসসি, সাধারণ সম্পাদক আবদুর রহমান, কেন্দ্রীয় যুগ্ম-সম্পাদক হেরিক হোসেন প্রমুখ।

https://www.bd-pratidin.com/city/2020/09/02/562566

Dhaka Tribune বাংলা

01 Sep 2020

১ প্যাকেট সিগারেট সাড়ে ৩ হাজার টাকা!

প্রতীকী ছবি **সৈয়দ জাকির হোসাইন/ঢাকা ট্রিবিউন**

সারাদিন ২০টি সিগারেট খেলে বছরে সাড়ে ১২ হাজার মার্কিন ডলার খরচ হবে এ পণ্যটির পেছনেই

অস্ট্রেলীয় ধূমপায়ীদের জন্য বিরাট দুঃসংবাদ, দেশটিতে এক প্যাকেট সিগারেটের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকা । অর্থাৎ একটি প্যাকেটে থাকা ২০টির মতো সিগারেট কিনতে ব্যয় করতে হবে ৩,৪১৫ টাকা।

মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) থেকে নতুন এই দাম কার্যকরের ঘোষণা দিয়েছে দেশটির কেন্দ্রীয় সরকার। এরমধ্য দিয়ে দেশটিতে দ্বিতীয়বারের মতো দাম বাড়লো পণ্যটির।

ডেইলি মেইল এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ২০টি সিগারেট আছে এমন প্যাকেট কিনতে ৩৪ মার্কিন ডলার খরচ পড়বে। কিন্তু করসহ এ সিগারেটের দাম দাঁড়াবে ৪০ ডলারে। সারাদিন যিনি ২০টির মতো সিগারেট খান, তার বছরে শুধু সাড়ে ১২ হাজার ডলার খরচ পড়বে এ পণ্যটির পেছনেই।

এ ঘোষণার পরই দেশটির রথ, বন্ড স্ট্রিট, উইন্ডফিল্ড গোল্ড, পিটারজ্যাকসনের মতো জনপ্রিয় ব্র্যান্ডগুলো এক প্যাকেট সিগারেটের দাম ৪০ মার্কিন ডলার করে ফেলা হয়েছে বলেও প্রতিবেদনটিতে জানানো হয়েছে।

https://bangla.dhakatribune.com/features/2020/09/02/26946/১-প্যাকেট-সিগারেট-সাড়ে-৩-হাজার-টাকা

সত্য প্রকাশে আপসহীন
THE DAILY BHORER DAK
ভোরের ডাক

07 Sep 2020

৬ দফা দাবিতে জাতীয় প্রেসক্লাবে তামাক চাষী ও ব্যবসায়ীদের সংবাদ সম্মেলন

: 0 7 .0 9 .2 0 2 0 8 :3 2 :4 0 P M

ভোরের ডাক ডেস্ক : তামাক চাষীদের সুরক্ষা নীতিমালা, চলতি অর্থবছরের বাজেটে বিড়িতে বৃদ্ধিকৃত শুল্ক প্রত্যাহার, বিড়িতে অগ্রীম আয়কর বাতিল, দেশীয় শিল্প রক্ষা, বিড়িকে কুটির শিল্প ঘোষণাসহ ৬ দফা দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের তামাক চাষী ও ব্যবসায়ীরা।

সোমবার বেলা ১১ টায় ঢাকা জাতীয় প্রেস ক্লাবের আবদুস সালাম হলে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে কয়েক'শ তামাক চাষী ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন তামাক চাষী ও ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো: মাসুম ফকির। লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, উত্তর বঙ্গের বিশেষ করে বৃহত্তর রংপুরের বেশির ভাগ মানুষ তামাক চাষ ও ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। এখানকার মাটিতে বালির পরিমাণ বেশী হওয়ায় অন্য কোনো ফসলের ফলন ভালো হয় না। ফলে আমরা তামাক চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করি। আর তামাক শুধু বিড়ি শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে প্রতি প্যাকেট বিড়িতে ৪ টাকা মূল্য বৃদ্ধি করায় বিড়ি কারখানগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফলে কারখানায় কর্মরত শ্রমিকরা যেমন বেকার হয়ে পড়ছে তেমিন আমাদের উৎপাদিত তামাক বিক্রয় বন্ধ হয়ে পড়েছে। আমাদের উৎপাদিত হাজার হাজার টন তামাক নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এতে করে রংপুর অঞ্চলের তামাক চাষীরা মারাত্মক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন হচ্ছে। এই এলাকার মানুষের অন্য কোনো আয়ের পথ না থাকায় দেখা দেবে অভাব-অনটন। আবার ফিরে আসবে সেই মঙ্গা পরিস্থিতি। যা বর্তমান সরকারের জন্য কোনো ভাবেই কাম্য নয়। তাই হাজার হাজার তামাক চাষী ও ব্যবসায়ীদের ব্যবসা এবং বিড়ি শ্রমিকদের কর্মসংস্থান রক্ষার স্বার্থে বিড়ির উপর অতিরিক্ত শুল্ক প্রত্যাহার করার জন্য সরকার ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে জোর অনুরোধ করছি।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তামাক চাষী ও ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মো: হামিদুল হক, সহ-সভাপতি শফিকুল ইসলাম তুহিন, তামাক চাষী ও ব্যবসায়ী ওহিদুল ইসলাম, শ্রী চিত্ত রঞ্জন, শ্রী মোহন লাল রায় প্রমুখ।

h t t p s ://b h o r e r -d a k .c o m/d e t a i l s .p h p ?i d =1 5 9 5 1 1

DhakaTribune

07 Sep 2020

Tobacco cultivators, traders want extra tax withdrawn

Members of the Tobacco Cultivators and Traders Association address a press briefing at the National Press Club in the capital on Monday **Courtesy**

They also demanded that the bidi industry be declared a 'cottage industry' to save under-privileged people in North Bengal, mainly in Rangpur, Nilphamari and Dinajpur districts

Hundreds of tobacco cultivators and traders on Monday sought a 'Tobacco Farmers Safety Law' and withdrawal of the extra tax on bidi, to be made effective from the current 2020-21 fiscal year.

They also demanded that the bidi industry be declared a 'cottage industry' to save under-privileged people in North Bengal, mainly in Rangpur, Nilphamari and Dinajpur districts, according to a press release.

The organizers placed a six-point demand at a press briefing at the National Press Club in the capital on Monday morning.

Masum Ali Fakir, General Secretary of the Tobacco Cultivators and Traders Association, said in his written remarks, "A vested quarter has intentionally increased the tax on bidi to destroy the livelihoods of several lakh people who have no alternative means of choosing another profession in North Bengal region of the country."

" If the government does not withdraw the extra tax on bidi, a severe scarcity of food will arise in the Rangpur region."

The tax on bidi was increased in order to give extra facilities to foreign cigarette companies, he stated.

Masum Ali Fakir appealed to the high officials of the National Board of Revenue (NBR) to withdraw the extra tax on the bidi industry.

https://www.dhakatribune.com/business/regulations/2020/09/07/tobacco-cultivators-traders-want-extra-tax-withdrawn

শেয়ার বিজ
সৃজনের পথে উন্নত স্বদেশ

07 Sep 2020

৬ দফা দাবিতে জাতীয় তামাক চাষী-ব্যবসায়ীদের সংবাদ সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদক: তামাক চাষীদের সুরক্ষা নীতিমালা, চলতি অর্থবছরের বাজেটে বিড়িতে বৃদ্ধিকৃত শুল্ক প্রত্যাহার, বিড়িতে অগ্রিম আয়কর বাতিল, দেশিয় শিল্প রক্ষা, বিড়িকে কুটির শিল্প ঘোষণাসহ ৬ দফা দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের তামাক চাষী ও ব্যবসায়ীরা। সোমবার সকাল ১১ টায় ঢাকা জাতীয় প্রেসক্লাবের আবদুস সালাম হলে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে তামাক চাষী ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন তামাক চাষী ও ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. মাসুম ফকির। লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, উত্তর বঙ্গের বিশেষ করে বৃহত্তর রংপুরের বেশির ভাগ মানুষ তামাক চাষ ও ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। এখানকার মাটিতে বালির পরিমাণ বেশি হওয়ায় অন্য কোনো ফসলের ফলন ভালো হয় না। ফলে আমরা তামাক চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করি।

তিনি বলেন, তামাক শুধু বিড়ি শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে প্রতি প্যাকেট বিড়িতে ৪ টাকা মূল্য বৃদ্ধি করায় বিড়ি কারখানগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফলে কারখানায় কর্মরত শ্রমিকরা যেমন বেকার হয়ে পড়ছে তেমনি আমাদের উৎপাদিত তামাক বিক্রয় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের উৎপাদিত হাজার হাজার টন তামাক নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এতে করে রংপুর অঞ্চলের তামাক চাষীরা মারাত্মক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন।

তিনি আরও বলেন, এই এলাকার মানুষের অন্য কোনো আয়ের পথ না থাকায় দেখা দেবে অভাব-অনটন। আবার ফিরে আসবে সেই মঙ্গা পরিস্থিতি। যা বর্তমান সরকারের জন্য কোনো ভাবেই কাম্য নয়। তাই হাজার হাজার তামাক চাষী ও ব্যবসায়ীদের ব্যবসা এবং বিড়ি শ্রমিকদের কর্মসংস্থান রক্ষার স্বার্থে বিড়ির উপর অতিরিক্ত শুল্ক প্রত্যাহার করার জন্য সরকার ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) জোর অনুরোধ করছি।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তামাক চাষী ও ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মো. হামিদুল হক, সহ-সভাপতি শফিকুল ইসলাম তুহিন, তামাক চাষী ও ব্যবসায়ী ওহিদুল ইসলাম, শ্রী চিত্ত রঞ্জন, শ্রী মোহন লাল রায় প্রমুখ।

https://sharebiz.net/৬-দফা-দাবিতে-জাতীয়-তামাক-চ/

নীতির প্রশ্নে আপোসহীন দৈনিক জনকণ্ঠ
The Daily Janakantha

07 Sep 2020

তামাক চাষীদের ৬ দফা দাবি

অর্থনৈতিক রিপোর্টার ॥ তামাক চাষীদের সুরক্ষা নীতিমালা, চলতি অর্থবছরের বাজেটে বিড়িতে বৃদ্ধিকৃত শুল্ক প্রত্যাহার, বিড়িতে অগ্রীম আয়কর বাতিল, দেশীয় শিল্প রক্ষা, বিড়িকে কুটির শিল্প ঘোষণাসহ ৬ দফা দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের তামাক চাষী ও ব্যবসায়ীরা। সোমবার ঢাকা জাতীয় প্রেস ক্লাবের আবদুস সালাম হলে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে কয়েকশ' তামাক চাষী ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন তামাক চাষী ও ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক মাসুম ফকির। লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, উত্তর বঙ্গের বিশেষ করে বৃহত্তর রংপুরের বেশির ভাগ মানুষ তামাক চাষ ও ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। এখানকার মাটিতে বালির পরিমাণ বেশী হওয়ায় অন্য কোনো ফসলের ফলন ভালো হয় না। ফলে আমরা তামাক চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করি। আর তামাক শুধু বিড়ি শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

কিন্তু ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে প্রতি প্যাকেট বিড়িতে ৪ টাকা মূল্য বৃদ্ধি করায় বিড়ি কারখানগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফলে কারখানায় কর্মরত শ্রমিকরা যেমন বেকার হয়ে পড়ছে তেমিন আমাদের উৎপাদিত তামাক বিক্রয় বন্ধ হয়ে পড়েছে। আমাদের উৎপাদিত হাজার হাজার টন তামাক নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এতে করে রংপুর অঞ্চলের তামাক চাষীরা মারাত্মক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন হচ্ছে। এই এলাকার মানুষের অন্য কোনো আয়ের পথ না থাকায় দেখা দেবে অভাব-অনটন। আবার ফিরে আসবে সেই মঙ্গা পরিস্থিতি। যা বর্তমান সরকারের জন্য কোনো ভাবেই কাম্য নয়। তাই হাজার হাজার তামাক চাষী ও ব্যবসায়ীদের ব্যবসা এবং বিড়ি শ্রমিকদের কর্মসংস্থান রক্ষার স্বার্থে বিড়ির উপর অতিরিক্ত শুল্ক প্রত্যাহার করার জন্য সরকার ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে জোর অনুরোধ করছি।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তামাক চাষী ও ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মো: হামিদুল হক, সহ-সভাপতি শফিকুল ইসলাম তুহিন, তামাক চাষী ও ব্যবসায়ী ওহিদুল ইসলাম, শ্রী চিত্ত রঞ্জন, শ্রী মোহন লাল রায় প্রমুখ।

https://www.dailyjanakantha.com/details/article/522257/তামাক-চাষীদের-৬-দফা-দাবি/

বাংলা ট্রিবিউন

07 Sep 2020

বিড়ির শুল্ক কমানোর দাবি ব্যবসায়ীদের

তামাক চাষিদের সুরক্ষায় সরকারি নীতিমালা, বাজেটে বিড়ির ওপর বৃদ্ধি করা শুল্ক কমানো এবং বিড়ি শিল্পকে অবিলম্বে কুটির শিল্প হিসেবে ঘোষণার দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে রংপুর অঞ্চলের তামাক চাষি ও ব্যবসায়ী সমিতি। সোমবার (৭ সেপ্টেম্বর) জাতীয় প্রেস ক্লাবে তারা এই সংবাদ সম্মেলন করে। এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মো. হামিদুল হক।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা বলেন, বিড়ির ওপর ষড়যন্ত্রমূলকভাবে মাত্রাতিরিক্ত করারোপের ফলে বিড়ি কারখানগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বিড়ি শিল্পের এই অবস্থার কারণে আমাদের উৎপাদিত তামাক বিক্রি বন্ধ হয়ে পড়েছে। এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে হাজার হাজার তামাক চাষি ও ব্যবসায়ী। এতে রংপুর অঞ্চলের তামাক চাষিরা মারাত্মক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন হচ্ছে; যা অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। আর এই এলাকার মানুষের অন্য কোনও আয়ের পথ না থাকায় দেখা দেবে অভাব-অনটন। আবার ফিরে আসবে সেই মঙ্গা পরিস্থিতি; যা বর্তমান সরকারের জন্য কোনোভাবেই কাম্য নয়।

মো. হামিদুল হক বলেন, 'আমাদের পাশের দেশ ভারতে বিড়িকে কুটির শিল্প হিসেবে ঘোষণা দিয়ে সুরক্ষা দিচ্ছে। দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থান বিবেচনা করে প্রতিবেশী দেশ ভারতে বিড়ির ওপর শুল্ক সহনীয় মাত্রায় রাখা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী অবস্থান নেওয়া হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে প্রতি প্যাকেট বিড়ি ৪ টাকা মূল্য বৃদ্ধি করে বিড়িকে স্বল্পমূলে ধ্বংস করার আরেকটি কৌশল অবলম্বন করেছে। এর ফলে তামাক চাষিরা হাজার হাজার টন তামাক বিক্রি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।'

সংবাদ সম্মেলনে ব্যবসায়ীরা বলেন, আমরা তামাক চাষ করি বলে বিড়ি ফ্যাক্টরিতে লাখ লাখ শ্রমিক কাজ করে খাচ্ছে। এই শিল্পের মালিকরা পর্যায়ক্রমে এই দেশে বিভিন্ন শিল্প কারখানা গড়ে তুলেছে এবং লাখ লাখ বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছে। কিন্তু উচ্চ শুল্কের কারণে এ শিল্প ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। অতিরিক্ত শুল্কারোপের ফলে একদিকে যেমন কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, অপরদিকে শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ছে।

সংবাদ সম্মেলন থেকে কারখানা খুলে দিয়ে বেকার শ্রকিদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও অতিরিক্ত শুল্ক প্রত্যাহার করে তামাক চাষিদের আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সরকারের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়।

https://www.banglatribune.com/others/news/641108/বিড়ির-শুল্ক-কমানোর-দাবি-ব্যবসায়ীদের

news24.com

07 Sep 2020

বিড়ির শুল্ক বৃদ্ধির প্রতিবাদে তামাক চাষী ও ব্যবসায়ীদের সংবাদ সম্মেলন

নিউজজি প্রতিবেদক ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২০, ১৬:৩১:২৫

ঢাকা: তামাক চাষীদের সুরক্ষার জন্য সরকারি নীতিমালা, বাজেটে বিড়ির উপর বৃদ্ধিকৃত শুল্ক কমানো এবং বিড়ি শিল্পকে অবিলম্বে কুটির শিল্প হিসেবে ঘোষণার দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের তামাক চাষী ও ব্যবসায়ী সমিতি।

সোমবার জাতীয় প্রেসক্লাবে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মো. হামিদুল হক। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের অন্যান্য নেতাকর্মিরা।

সম্মেলনে বক্তারা বলেন, বিড়ির উপর ষড়যন্ত্রমূলকভাবে মাত্রাতিরিক্ত করারোপের ফলে বিড়ি কারখানগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বিড়ি শিল্পের এই অবস্থার কারণে আমাদের উৎপাদিত তামাক বিক্রি বন্ধ হয়ে পড়েছে। যার কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে হাজার হাজার তামাক চাষী ও ব্যবসায়ী। এতে রংপুর অঞ্চলের তামাক চাষীরা মারাত্মক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন হচ্ছে। যা অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। আর এই এলাকার মানুষের অন্য কোনো আয়ের পথ না থাকায় দেখা দেবে অভাব-অনটন। আবার ফিরে আসবে সেই মঙ্গা পরিস্থিতি। যা বর্তমান সরকারের জন্য কোনোভাবেই কাম্য নয়। এই দেশের কুটির শিল্প; বিড়ি শিল্পকে টিকিয়ে রাখা এবং হাজার হাজার তামাক চাষী ও ব্যবসায়ীদের ব্যবসা এবং কর্মসংস্থান রক্ষার স্বার্থে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

তারা বলেন, আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে বিড়িকে কুটির শিল্প হিসেবে ঘোষণা দিয়ে সুরক্ষা দিচ্ছে। দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থানের দিক বিবেচনা করে প্রতিবেশী দেশ ভারতে বিড়ির ওপর শুল্ক সহনীয় মাত্রায় রাখা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখি অবস্থান নেয়া হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে প্রতি প্যাকেট বিড়ি ৪ টাকা মূল্য বৃদ্ধি করে বিড়িকে স্বমূলে ধ্বংস করার আরেকটি কৌশল অবলম্বন করেছে। এর ফলে তামাক চাষীরা হাজার হাজার টন তামাক বিক্রি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

বক্তারা বলেন, আমরা তামাক চাষ করি বলে বিড়ি ফ্যাক্টরীতে লাখ লাখ শ্রমিক কাজ করে খাচ্ছে। এই শিল্পের মালিকরা পর্যায়ক্রমে এই দেশে বিভিন্ন শিল্প কারখানা গড়ে তুলেছে এবং লাখ লাখ বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছে। কিন্তু উচ্চ শুল্কের কারণে এ শিল্প ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। অতিরিক্ত শুল্কারোপের ফলে একদিকে যেমন কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অপরদিকে শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ছে।

সংবাদ সম্মেলন থেকে কারখানা খুলে দিয়ে বেকার শ্রকিদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও অতিরিক্ত শুল্ক প্রত্যাহার করে তামাক চাষীদের আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সরকারের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়।

https://m.newsg24.com/bangladesh-news/78057/বিড়ির শুল্ক বৃদ্ধির প্রতিবাদে তামাক চাষী ও ব্যবসায়ীদের সংবাদ সম্মেলন

07 Sep 2020

Tobacco farmers, traders demand withdrawal of tax .ATN Bangla

https://www.youtube.com/watch?v=fauIbK1j_h8&ab_channel=iTUBEBD

Tobacco farmers, traders demand withdrawal of tax .Bangla TV

https://www.youtube.com/watch?v=rWsc3tUOqJU&ab_channel=iTUBEBD

Tobacco farmers, traders demand withdrawal of tax .Banglavision

https://www.youtube.com/watch?v=cAWOKqwioi8&ab_channel=iTUBEBD

Tobacco farmers, traders demand withdrawal of tax .Deepto TV

https://www.youtube.com/watch?v=DO2HmIfbexg&ab_channel=iTUBEBD

Tobacco farmers, traders demand withdrawal of tax .Ekattor TV

https://www.youtube.com/watch?v=-sWn0E3hees&ab_channel=iTUBEBD

Tobacco farmers, traders demand withdrawal of tax .GTV

https://www.youtube.com/watch?v=AWMbiWmUPZE&ab_channel=iTUBEBD

Tobacco farmers, traders demand withdrawal of tax .Independent TV

https://www.youtube.com/watch?v=iD8XeyJO_g8&ab_channel=iTUBEBD

Tobacco farmers, traders demand withdrawal of tax .RTV

https://www.youtube.com/watch?v=muN5mjqnQIk&ab_channel=iTUBEBD

Observer

07 Sep 2020

Tobacco farmers, traders demand withdrawal of tax

Tobacco Cultivators and Traders Association's General Secretary Masum Ali Fakir accompanied by association leader, speaking at a press conference at the National Press Club in Dhaka on Monday.

Business Correspondent

Hundreds of tobacco cultivators and traders have sought enactment of 'Tobacco Farmers Safety Law' and withdrawal of an extra tax on bidi effective from the current fiscal year 2020-21.

They also demanded inclusion of the bidi sector as 'cottage industry' to save the domestic industry rune by under privileged people in the North Bengal, mainly for Rangpur, Nilphamari and Dinajpur districts, from closure.

The organisers placed six-point demands at a press briefing at Abdus Salam Hall of the National Press Club in the capital on Monday.

Tobacco Cultivators and Traders Association's President Md Hamidul Haque, its Vice-President Shafiqul Islam Tuhin, tobacco trader Wahidul Islam, Cultivators Shree Chitta Ranzon and Shree Mohan Lal Roy, among others, were present at the event.

Tobacco Cultivators and Traders Association's General Secretary Masum Ali Fakir said in his written speech, "A vested quarters intentionally have increased the tax on bidi to destroy the livelihood of several lakh people who have no alternative profession to survive in the the largely sandy huge crop lands in the Northern region of the country."

If government will not withdraw the extra tax on bidi, people engaged in the trade the infamous Monga food cruch would return and put the people in the vicious cycle of poverty.

Masum Ali Fakir said, the tax on bidi was enhanced to give the extra financial facilities to the foreign cigarette companies.

The cultivators have been passing miserable days as their maximum tobacco still remain unsold as bidi prices increased due to higher tax in current fiscal year.

The bidi farmers and makers are now facing acute food and money crisis to lead their families amid the Covid-19 pandemic situation.

The government should save the lives to ensure all types of facilities to the tobacco farmers and traders by forming law and necessaries declarations immediately," he said.

"The tobacco is only used for raw matter in the bidi factories but unfortunately the owners of the factories have started to shut these gradually that may bring the alarming situation for the victims. So we are praying to government to save our lives after taking necessary steps," he added.

https://epaper.observerbd.com/2020/09/08/13/details/13_r5_c1.jpg

কালের কণ্ঠ

08 Sep 2020

তামাক চাষি ও ব্যবসায়ীদের ৬ দাবি

তামাক চাষিদের সুরক্ষা নীতিমালা, চলতি অর্থবছরের বাজেটে বিড়িতে বৃদ্ধিকৃত শুল্ক প্রত্যাহার, বিড়িতে অগ্রিম আয়কর বাতিল, বিড়িকে কুটির শিল্প ঘোষণাসহ ছয় দফা দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের তামাক চাষি ও ব্যবসায়ীরা। গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবের আবদুস সালাম হলে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে তামাক চাষি ও ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন।

লিখিত বক্তব্যে তামাক চাষি ও ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক মাসুম ফকির বলেন, ‘বৃহত্তর রংপুরের বেশির ভাগ মানুষ তামাক চাষ ও ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। এখানকার মাটিতে বালুর পরিমাণ বেশি হওয়ায় অন্য কোনো ফসলের ফলন ভালো হয় না। ফলে আমরা তামাক চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে আসছি। তামাক শুধু বিড়িশিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে প্রতি প্যাকেট বিড়িতে চার টাকা মূল্য বৃদ্ধি করায় বিড়ি কারখানগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফলে কারখানায় কর্মরত শ্রমিকরা যেমন বেকার হয়ে পড়ছেন, তেমনি আমাদের উৎপাদিত তামাক বিক্রিও বন্ধ থাকায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।’

https://www.kalerkantho.com/print-edition/industry-business/2020/09/08/953196

নয়া দিগন্ত

08 Sep 2020

৬ দফা দাবিতে তামাক চাষি ও ব্যবসায়ীদের সংবাদ সম্মেলন

নয়া দিগন্ত

-

তামাক চাষিদের সুরক্ষা নীতিমালা, চলতি অর্থবছরের বাজেটে বিড়িতে বৃদ্ধিকৃত শুল্ক প্রত্যাহার, বিড়িতে অগ্রিম আয়কর বাতিল, দেশীয় শিল্প রক্ষা, বিড়িকে কুটির শিল্প ঘোষণাসহ ৬ দফা দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের তামাক চাষি ও ব্যবসায়ীরা। গতকাল সোমবার বেলা ১১টায় ঢাকা জাতীয় প্রেস ক্লাবের আবদুস সালাম হলে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে কয়েক শ' তামাক চাষি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন তামাক চাষি ও ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো: মাসুম ফকির। লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, উত্তরবঙ্গের বিশেষ করে বৃহত্তর রংপুরের বেশির ভাগ মানুষ তামাক চাষ ও ব্যবসার সাথে জড়িত। এখানকার মাটিতে বালুর পরিমাণ বেশি হওয়ায় অন্য কোনো ফসলের ফলন ভালো হয় না। ফলে আমরা তামাক চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করি। আর তামাক শুধু বিড়ি শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে প্রতি প্যাকেট বিড়িতে ৪ টাকা মূল্য বৃদ্ধি করায় বিড়ি কারখানগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফলে কারখানায় কর্মরত শ্রমিকরা যেমন বেকার হয়ে পড়ছে তেমনি আমাদের উৎপাদিত তামাক বিক্রয় বন্ধ হয়ে গেছে। আমাদের উৎপাদিত হাজার হাজার টন তামাক নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এতে রংপুর অঞ্চলের তামাক চাষিরা মারাত্মক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন হচ্ছে। এই এলাকার মানুষের অন্য কোনো আয়ের পথ না থাকায় দেখা দেবে অভাব-অনটন। আবার ফিরে আসবে সেই মঙ্গা পরিস্থিতি, যা বর্তমান সরকারের জন্য কোনোভাবেই কাম্য নয়। তাই হাজার হাজার তামাক চাষি ও ব্যবসায়ীদের ব্যবসা এবং বিড়ি শ্রমিকদের কর্মসংস্থান রক্ষাস্বার্থে বিড়ির ওপর অতিরিক্ত শুল্ক প্রত্যাহার করার জন্য সরকার ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে জোর অনুরোধ করছি।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তামাক চাষি ও ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মো: হামিদুল হক, সহ-সভাপতি শফিকুল ইসলাম তুহিন, তামাক চাষি ও ব্যবসায়ী ওহিদুল ইসলাম, শ্রী চিত্ত রঞ্জন, শ্রী মোহন লাল রায় প্রমুখ। বিজ্ঞপ্তি।

□□□□□://□□□.□□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□/□□□□/□□□□□□/৬-দফা-দাবিতে-তামাক-চাষি-ও-ব্যবসায়ীদের-সংবাদ-সম্মেলন

যুগান্তর

08 Sep 2020

প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন

তামাকচাষীদের রক্ষায় ৬ দাবি

যুগান্তর রিপোর্ট

তামাকচাষীদের রক্ষায় বাজেটে বিড়িতে বৃদ্ধিকৃত শুল্ক প্রত্যাহার, অগ্রিম আয়কর বাতিলসহ ৬ দফা দাবি জানিয়েছেন বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের তামাকচাষী ও ব্যবসায়ীরা। সোমবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে তামাকচাষী ও ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক মাসুম ফকির বলেন, উত্তরবঙ্গের, বিশেষ করে বৃহত্তর রংপুরের বেশিরভাগ মানুষ তামাক চাষ ও ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। তামাক শুধু বিড়ি শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে প্রতি প্যাকেট বিড়িতে ৪ টাকা মূল্য বৃদ্ধি করায় বিড়ি কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফলে কারখানায় কর্মরত শ্রমিকরা যেমন বেকার হয়ে পড়ছেন তেমনি উৎপাদিত তামাক বিক্রি বন্ধ হয়ে পড়েছে। উৎপাদিত হাজার হাজার টন তামাক নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এতে রংপুর অঞ্চলের তামাকচাষীরা মারাত্মক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। তামাকচাষীদের ব্যবসা এবং বিড়ি-শ্রমিকদের কর্মসংস্থান রক্ষার স্বার্থে বিড়ির ওপর অতিরিক্ত শুল্ক প্রত্যাহারের দাবি জানান তিনি। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তামাকচাষী ও ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি হামিদুল হক, সহসভাপতি শফিকুল ইসলাম তুহিন, তামাকচাষী ওহিদুল ইসলাম, চিত্তরঞ্জন, মোহন লাল রায় প্রমুখ।

□□□□□://□□□.□□□□□□□□.□□□/□□□□□□-□□□□□/□□□□□□-□□□□□□□/□□□□□/তামাকচাষীদের-রক্ষায়-৬-দাবি

Dhaka Tribune

13 Sep 2020

Workers place 5-point demand to save bidi industry

Bidi leaders and workers form a human chain in front of the National Press Club on Sunday, September 13, 2020 **Courtesy**

Following the hiking tax on bidi, maximum owners and producers have closed their factories, snatching the livelihoods of scores of ultra-poor bidi workers and small traders

The bidi leaders and workers on Sunday placed their demands, including withdrawal of recently hiking of 4% tax on each packet of bidi and the formation of Bidi Industry Safety Law.

The other demands are to stop the distribution of duplicated bidi in the market, increase the tax on low and medium level quality-based cigarettes and stimulate the financial assistance to the bidi cultivators and traders, said a press release.

The demands were placed before the media through a human chain under the banner of Bangladesh Bidi Sramik Federation (BBSF) in front of the National Press Club on the day.

A delegation of the BBSF also submitted a memorandum with the demands to the Prime Minister through the authorities concerned.

The speakers claimed that a vested quarter has increased 4% tax in each packet from the beginning of the current fiscal year while they hiked only 2% in each packet of low and medium level cigarettes that gave ample reason to suspect a conspiracy against the bidi industry.

A good number of bidi customers have started to consume cigarettes after hiking the price of bidi from the current fiscal year 2020-21 that may occupy the bidi market by the cigarette and lead to damage to the bidi industry, they continued.

Following the hiking tax on bidi, maximum owners and producers have closed their factories, snatching the livelihoods of scores of ultra-poor bidi workers and small traders, they said.

They requested the Prime Minister to save the bidi industry by taking necessary initiatives to save the lives of workers and traders amid the Covid-19 pandemic.

BBSF central Committee President M K Banglai, its Executive President Amin Uddin BSc, General Secretary Abdur Rahman, Joint Secretary Herik Hossain, Assistant Organizing Secretary Abul Hasnat Lavlu, and Women Affairs Secretary Maya Begum, among others, spoke in the program.

https://www.dhakatribune.com/business/2020/09/13/workers-place-5-point-demand-to-save-bidi-industry

Barta24 বাংলার, বাঙালির সংবাদ সারথি
বার্তা২৪

13 Sep 2020

প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিড়ি শ্রমিকদের ৫ দফা দাবি

ছবি: বার্তা২৪.কম

বিড়ির উপর বৃদ্ধিকৃত ৪ টাকা শুল্ক প্রত্যাহার, নিম্ন ও মধ্যস্তরের সিগারেটের মূল্য বৃদ্ধি, বিড়ি শিল্প সুরক্ষা আইনসহ ৫ দফা দাবি জানিয়েছে বিড়ি শ্রমিকরা।

রোববার (১৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বাংলাদেশে বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশন আয়োজিত মানববন্ধন থেকে এ দাবি জানিয়েছেন তারা। মানববন্ধন শেষে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন বিড়ি শ্রমিক নেতারা।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের প্রাচীন শ্রমঘন কুটির শিল্প বিড়ি শিল্প। এ শিল্পে নদী ভাঙ্গন বা চর এলাকার অসহায় বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ও পঙ্গু শ্রমিকরা কাজ করে। একদিকে করোনা মহামারি অন্যদিকে ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে প্রতি প্যাকেটে বিড়িতে মূল্যস্তর ৪ টাকা বৃদ্ধির ফলে বিড়ি কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে শ্রমিকরা বেকার জীবন যাপন করছে। পরিবার নিয়ে চরম অসহায়ত্বে দিন যাপন করছে তারা।

বিড়ির প্যাকেট প্রতি ৪ টাকা বৃদ্ধি করা হলেও নিম্নস্তরের প্রতি প্যাকেট সিগারেটের মূল্যস্তর মাত্র ২ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। মধ্যম স্তরের সিগারেটের কোনো মূল্য বৃদ্ধি পায়নি। বিড়িতে এ বৈষম্যমূলক কর বৃদ্ধির ফলে বিড়ির বাজার সিগারেট দখল করেছে। এটা অত্যন্ত বৈষম্যমূলক ও জাতির কাছে প্রশ্নবিদ্ধ। যা অনাকাঙ্ক্ষিত।

বক্তারা আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে বিড়ির উপর কর কমানোর নির্দেশনা দেওয়া সত্ত্বেও তা অমান্য করে এবারের বাজেটেও বহুজাতিক কোম্পানির আগ্রাসনে বিড়ি শিল্পের উপর মাত্রাতিরিক্ত শুল্কারোপ করেছে। বর্তমান করোনাকালীন পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের জন্য বিড়ির উপর অর্পিত বাজেটটি মরার উপর খাঁড়ার ঘা হয়েছে। ফলে তারা করোনায় আক্রান্ত না হয়ে কাজের অভাবে মজুরী না পেয়ে অনাহারেই মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে। তাই বিড়ির উপর অতিরিক্ত ৪ টাকা শুল্ক প্রত্যাহার চেয়ে প্রধানমন্ত্রী বরাবর জোর অনুরোধ করেন তারা।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি এম.কে বাঙ্গালী, কার্যকরী সভাপতি আমিন উদ্দিন বিএসসি।

https://barta24.com/details/national/103192/bidi-workers-demand-5-points-prime-minister

13 Sep 2020

বিড়ির ওপর অগ্রিম আয়কর প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন

স্টাফ করেসপন্ডেন্ট | বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম

মানববন্ধন, ছবি: শাকিল

ঢাকা: বিড়ির ওপর আরোপিত অগ্রিম ১০ শতাংশ আয়কর প্রত্যাহার করার দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশন।

রোববার (১৩ সেপ্টেম্বর) জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আয়োজিত এক মানববন্ধনে এ দাবি জানানো হয়।

মানববন্ধনে বলা হয়, বিগত বাজেটে বিড়ি শিল্পকে ধ্বংস করার জন্য প্রতি প্যাকেট বিড়িতে চার টাকা শুল্ক বাড়ানো হয়। একইসঙ্গে নিম্নস্তরের সিগারেটে বাড়ানো হয় মাত্র দুই টাকা। এছাড়া বাজারে কোনো সিগারেটে দাম বাড়াতে দেখা যায়নি। এটার মাধ্যমে কতিপয় আমলা বিড়ি শিল্পকে ধ্বংস করে বিড়ির বাজারকে সিগারেটের হাতে তুলে দিতে চায়।

বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি এম কে বাঙালী বলেন, ২০০৪ সালে পাশকৃত ধূমপান আইনে বলা আছে, ধূমপানজনিত নতুন করে কোনো প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স দেওয়া হবে না। কিন্তু অনলাইনের মাধ্যমে হাজারো ব্যবসায়ীকে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে সত্যিকার বিড়ি ব্যবসায়ীদের ব্যবসায় ধস নেমেছে। সরকার কোটি কোটি টাকার রাজস্ব হারাচ্ছে।

তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সরকারের সময় বিড়িতে কোনো আয়কর ছিল না। আমরা বিড়ির ওপর আরোপিত অগ্রিম ১০ শতাংশ আয়কর প্রত্যাহারের দাবি জানাই। একইসঙ্গে ভারতের মতো আমাদের দেশেও বিড়ি শিল্প সুরক্ষা আইন বাস্তবায়ন চাই।

এসময় মানববন্ধনে প্রায় পাঁচ শতাধিক বিড়ি শ্রমিক অংশ নেন।

বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমানের পরিচালনায় মানববন্ধনে আরও বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কার্যকরী সভাপতি আমিন উদ্দিন বিএসসিসহ সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতারা।

https://www.banglanews24.com/national/news/bd/811525.details

দৈনিক ইনকিলাব
শুধু দেশ ও জনগণের পক্ষে
THE DAILY INQILAB

13 Sep 2020

বাজেটের প্রতি প্যাকেট বিড়ি অতিরিক্ত মূল্য ৪ টাকা বৃদ্ধির প্রতিবাদে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিড়ি শ্রমিকরা মানববন্ধন করে। ছবি ইকবাল হাসান নান্টু

https://www.dailyinqilab.com/galleryphoto/image/17864/বাজেটের-প্রতি-প্যাকেট-বিড়ি-অতিরিক্ত

breakingnews.com.bd
যখনই ঘটনা তখনই সংবাদ

13 Sep 2020

বিড়ির ওপর অগ্রিম আয়কর প্রত্যাহারের দাবি

স্টাফ *করেসপন্ডেন্ট*

বিড়ির ওপর আরোপিত অগ্রিম ১০ শতাংশ আয়কর প্রত্যাহার করার দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশন। রবিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সংগঠনটি আয়োজিত এক মানববন্ধন থেকে এ দাবি জানানো হয়।

মানববন্ধনে বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি এম কে বাঙালী বলেন, ২০০৪ সালে পাস হওয়া ধুমপান আইনে বলা আছে, ধুমপান জনিত নতুন করে কোনো প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স দেয়া হবে না। কিন্তু অনলাইনের মাধ্যমে হাজারো ব্যবসায়ীকে লাইসেন্স দেয়া হয়েছে, এর মাধ্যমে সত্যিকার বিড়ি ব্যবসায়ী যারা লাইসেন্স পাওয়া, তাদের ব্যবসায় ধস নেমে এসেছে। সরকার কোটি কোটি টাকার রাজস্ব হারাচ্ছে।

তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সরকারের সময় বিড়িতে কোনো আয়কর ছিলো না। আমরা বিড়ির ওপর আরোপিত অগ্রিম ১০ শতাংশ আয়কর প্রত্যাহারেরর দাবি জানাই। একইসাথে ভারতের মতো আমাদের দেশেও বিড়ি শিল্প সুরক্ষা আইন বাস্তবায়ন চাই।

মানববন্ধনে অন্যান্য বক্তারা বলেন, বিগত বাজেটে বিড়ি শিল্পকে ধ্বংস করার জন্য প্রতি প্যাকেট বিড়িতে ৪ টাকা শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়। একই সাথে নিম্নস্তরের সিগারেটে বৃদ্ধি করা হয় মাত্র ২ টাকা। এছাড়া বাজারে কোনো সিগারেটের মূল্য বৃদ্ধি করতে দেখা যায়নি। এটার মাধ্যমে কতিপয় আমলা বিড়ি শিল্পকে ধ্বংস করে বিড়ির বাজারটাকে সিগারেটের হাতে তুলে দিতে চায়।

মানববন্ধনে বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমানসহ প্রায় পাঁচ শতাধিক বিড়ি শ্রমিক অংশ নেন।

https://www.breakingnews.com.bd/economics-business/article/155262

currentnews
সদ্য সংবাদ সব সময়.com.bd

13 Sep 2020

প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিড়ি শ্রমিকদের ৫ দফা

চলতি বাজেটে বিড়ির উপর বৃদ্ধিকৃত ৪ টাকা শুল্ক প্রত্যাহার, নিম্ন ও মধ্যস্তরের সিগারেটের মূল্য বৃদ্ধি, নকল বিড়ি বন্ধ, বিড়ি শিল্প সুরক্ষা আইনসহ ৫ দফা দাবি জানিয়েছে বিড়ি শ্রমিকরা। রোববার বেলা ১১ টায় ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বাংলাদেশে বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশন আয়োজিত মানববন্ধন থেকে এ দাবি জানিয়েছেন তারা। মানববন্ধন শেষে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন বিড়ি শ্রমিক নেতারা।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের প্রাচীন শ্রমঘন কুটির শিল্প বিড়ি শিল্প। এ শিল্পে নদী ভাঙ্গন বা চর এলাকার অসহায় বিধবা/স্বামী পরিত্যক্তা ও পঙ্গু শ্রমিকরা কাজ করে। একদিকে করোনা মহামরী অন্যদিকে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেটে প্রতি প্যাকেটে বিড়িতে মূল্যস্তর ৪ টাকা বৃদ্ধির ফলে বিড়ি কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে শ্রমিকরা বেকার জীবন যাপন করছে। পরিবার নিয়ে চরম অসহায়ত্বে দিন যাপন করছে তারা। বিড়ির প্যাকেট প্রতি ৪ টাকা বৃদ্ধি করা হলেও নি¤œস্তরের প্রতি প্যাকেট সিগারেটের মূল্যস্তর মাত্র ২ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও মধ্যম স্তরের সিগারেটের কোন মূল্য বৃদ্ধি পায়নি। বিড়িতে এ বৈষম্যমূলক কর বৃদ্ধির ফলে বিড়ির বাজার সিগারেট দখল করেছে। এটা অত্যন্ত বৈষম্যমূলক ও জাতির কাছে প্রশ্নবিদ্ধ। যা অনাকাঙ্খিত এবং আমরা অত্যন্ত মর্মাহত।

তারা আরো বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের বাজেটে বিড়ির উপর কর কমানোর নির্দেশনা দেওয়া সত্বেও তাঁর নির্দেশকে অমান্য করে এবারের বাজেটেও বহুজাতিক কোম্পানীর আগ্রাসনে বিড়ি শিল্পের উপর মাত্রাতিরিক্ত শুল্কারোপ করেছে। বর্তমান করোনাকালীন পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের জন্য বিড়ির উপর অর্পিত বাজেটটি মরার উপর খাঁড়ার ঘা হয়েছে। ফলে তারা করোনায় আক্রান্ত না হয়ে কাজের অভাবে মুজুরী না পেয়ে অনাহারেই মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে। তাই বিড়ির উপর অতিরিক্ত ৪ টাকা শুল্ক প্রত্যাহার চেয়ে প্রধানমনন্ত্রী বরাবর জোর অনুরোধ করেন তারা।

মানববন্ধনে বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি এম.কে বাঙ্গালী, কার্যকরী সভাপতি আমিন উদ্দিন বিএসসি, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান, যুগ্ম-সম্পাদক হেরিক হোসেন, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল হাসনাত লাভলু, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক মায়া বেগম প্রমুখ। মানববন্ধনে সহ¯্রাধিক বিড়ি শ্রমিক নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

https://www.currentnews.com.bd/bn/news/587204

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

13 Sep 2020

৫ দাবিতে মানববন্ধন বিড়ি শ্রমিকদের

নিজস্ব প্রতিবেদক

চলতি বাজেটে বিড়ির উপর ধার্য্য ৪ টাকা শুল্ক প্রত্যাহার, নিম্ন ও মধ্যস্তরের সিগারেটের মূল্য বৃদ্ধি, নকল বিড়ি বন্ধ, বিড়ি শিল্প সুরক্ষা আইনসহ ৫ দফা দাবি জানিয়েছে বিড়ি শ্রমিকরা। গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশন আয়োজিত মানববন্ধন থেকে এ দাবি জানান। মানববন্ধন শেষে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন তারা। মানববন্ধনে বক্তব্য দেন বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি এম কে বাঙ্গালী, কার্যকরী সভাপতি আমিন উদ্দিন বিএসসি, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান প্রমুখ।

https://www.bd-pratidin.com/news/2020/09/14/566571

নীতির প্রশ্নে আপোসহীন দৈনিক জনকণ্ঠ
The Daily Janakantha

13 Sep 2020

বিড়ির শুল্ক বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন

অর্থনৈতিক রিপোর্টার ॥ চলতি বাজেটে বিড়ির উপর বৃদ্ধিকৃত ৪ টাকা শুল্ক প্রত্যাহার, নিম্ন ও মধ্যস্তরের সিগারেটের মূল্য বৃদ্ধি, নকল বিড়ি বন্ধ, বিড়ি শিল্প সুরক্ষা আইনসহ ৫ দফা দাবি জানিয়েছে বিড়ি শ্রমিকরা।

রবিবার বেলা ১১ টায় ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বাংলাদেশে বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশন আয়োজিত মানববন্ধন থেকে এ দাবি জানিয়েছেন তারা। মানববন্ধন শেষে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন বিড়ি শ্রমিক নেতারা।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের প্রাচীন শ্রমঘন কুটির শিল্প বিড়ি শিল্প। এ শিল্পে নদী ভাঙ্গন বা চর এলাকার অসহায় বিধবা/স্বামী পরিত্যক্তা ও পঙ্গু শ্রমিকরা কাজ করে। একদিকে করোনা মহামরী অন্যদিকে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেটে প্রতি প্যাকেটে বিড়িতে মূল্যস্তর ৪ টাকা বৃদ্ধির ফলে বিড়ি কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে শ্রমিকরা বেকার জীবন যাপন করছে। পরিবার নিয়ে চরম অসহায়ত্বে দিন যাপন করছে তারা। বিড়ির প্যাকেট প্রতি ৪ টাকা বৃদ্ধি করা হলেও নি¤œস্তরের প্রতি প্যাকেট সিগারেটের মূল্যস্তর মাত্র ২ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও মধ্যম স্তরের সিগারেটের কোন মূল্য বৃদ্ধি পায়নি। বিড়িতে এ বৈষম্যমূলক কর বৃদ্ধির ফলে বিড়ির বাজার সিগারেট দখল করেছে। এটা অত্যন্ত বৈষম্যমূলক ও জাতির কাছে প্রশ্নবিদ্ধ। যা অনাকাঙ্খিত এবং আমরা অত্যন্ত মর্মাহত।

তারা আরো বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের বাজেটে বিড়ির উপর কর কমানোর নির্দেশনা দেওয়া সত্বেও তাঁর নির্দেশকে অমান্য করে এবারের বাজেটেও বহুজাতিক কোম্পানীর আগ্রাসনে বিড়ি শিল্পের উপর মাত্রাতিরিক্ত শুল্কারোপ করেছে। বর্তমান করোনাকালীন পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের জন্য বিড়ির উপর অর্পিত বাজেটটি মরার উপর খাঁড়ার ঘা হয়েছে। ফলে তারা করোনায় আক্রান্ত না হয়ে কাজের অভাবে মুজুরী না পেয়ে অনাহারেই মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে। তাই বিড়ির উপর অতিরিক্ত ৪ টাকা শুল্ক প্রত্যাহার চেয়ে প্রধানমনন্ত্রী বরাবর জোর অনুরোধ করেন তারা।

মানববন্ধনে বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি এম.কে বাঙ্গালী, কার্যকরী সভাপতি আমিন উদ্দিন বিএসসি, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান, যুগ্ম-সম্পাদক হেরিক হোসেন, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল হাসনাত লাভলু, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক মায়া বেগম প্রমুখ। মানববন্ধনে সহস্রাধিক বিড়ি শ্রমিক নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

https://www.dailyjanakantha.com/details/article/523545/বিড়ির-শুল্ক-বাতিলের-দাবিতে-মানববন্ধন/

13 Sep 2020

Workers place 5-point demand to save bidi industry.DBC

https://www.youtube.com/watch?v=LYAfYykLELk

Workers place 5-point demand to save bidi industry.Asian TV

https://www.youtube.com/watch?v=acck_gAw-vQ

Workers place 5-point demand to save bidi industry.ATN Bangla

https://www.youtube.com/watch?v=9oKxJy-T8O4

Workers place 5-point demand to save bidi industry.Banglavision

https://www.youtube.com/watch?v=wfvu0cB6Pgk

Workers place 5-point demand to save bidi industry.Boishakhi TV

https://www.youtube.com/watch?v=NbxK_vvpmIo

Workers place 5-point demand to save bidi industry.Channel I

https://www.youtube.com/watch?v=N8es_FUozy8

Workers place 5-point demand to save bidi industry.Deepto TV

https://www.youtube.com/watch?v=P2CMxeAJXK0

নীতির প্রশ্নে আপোসহীন দৈনিক জনকণ্ঠ
The Daily Janakantha

20 Sep 2020

বিড়ির বাড়তি শুল্ক কমানোর দাবিতে সিলেটে মানববন্ধন

অর্থনৈতিক রিপোর্টার ॥ চলতি অর্থবছরের বাজেটে বিড়ির উপর বৃদ্ধিকৃত অতিরিক্ত ৪ টাকা শুল্ক কমানোর দাবিতে সিলেট কাস্টমস অফিস ঘেরাও করে মানববন্ধন করেছে বিড়ি ভোক্তারা। রবিবার সিলেট মেন্দিবাগে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন থেকে এ দাবি জানিয়েছে তারা। মানববন্ধনে সিলেট অঞ্চলের অর্ধসহস্রাধিক বিড়ি ভোক্তা উপস্থিত ছিলেন।

এসময় ভোক্তারা বলেন, বিড়ি শিল্পের সাথে সমাজের অসহায় হত দরিদ্র, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ও নদী ভাঙন কবলিত এলাকার মানুষ জড়িত। বিড়ির ভোক্তারাও সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর। ধূমপান হিসেবে আমরা শুধু বিড়ি খেয়ে থাকি। আমরা অন্য কোন নেশার সাথে জড়িত নই। কিন্তু চলতি বাজেটে বিড়ির উপর মাত্রাতিরিক্ত শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিড়িতে প্যাকেট প্রতি যেখানে ৪ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে সেখানে নিম্নস্তরের সিগারেটে মাত্র ২ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়াও মধ্যমস্তরের সিগারেটে কোন শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়নি। ফলে দেশী শিল্প ধ্বংস করে বিদেশী সিগারেট ধূমপানে উদ্বুদ্ধ করছে। আমরা এ বৈষম্যমূলক শুল্ক বৃদ্ধির তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

মানববন্ধন থেকে পাঁচ দফা দাবি জানান বিড়ি ভোক্তারা। দাবিগুলো হলো- ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেটে বিড়ির উপর আরোপিত প্যাকেট প্রতি অতিরিক্ত ৪ টাকা শুল্ক প্রত্যাহার করতে হবে। সিগারেট যতদিন থাকবে বিড়িও ততদিন রাখতে হবে। নিম্নস্তরের সিগারেট প্যাকেট প্রতি ১০০টাকা করতে হবে। প্রতি প্যাকেট বিড়ি ১০ টাকা করতে হবে। নকল বিড়ির ব্যবসা বন্ধ করতে হবে।

মানববন্ধনে বক্তব্য প্রদান করেন সিলেট বিড়ি ভোক্তা পক্ষের সভাপতি মো: মসিয়ার রহমান, সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন, সিলেট শ্রমিক লীগের সভাপতি এনসান আলি। মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন মো: সাহাবুদ্দিন। মানববন্ধন শেষে সিলেট কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট বরবার স্মারকলিপি প্রদান করেন।

https://www.dailyjanakantha.com/details/article/525054/বিড়ির-বাড়তি-শুল্ক-কমানোর-দাবিতে-সিলেটে-মানববন্ধন/

সংবাদ
বাংলাদেশের মুখপত্র

20 Sep 2020

শুল্ক কমানোর দাবিতে বিড়ি ভোক্তাদের মানববন্ধন

চলতি অর্থবছরের বাজেটে বিড়ির উপর বৃদ্ধিকৃত অতিরিক্ত ৪ টাকা শুল্ক কমানোর দাবিতে সিলেট কাস্টমস অফিস ঘেরাও করে মানববন্ধন করেছে বিড়ি ভোক্তারা। ২০ সেপ্টেম্বর রোববার সিলেট মেন্দিবাগে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন থেকে এ দাবি জানিয়েছে তারা। মানববন্ধনে সিলেট অঞ্চলের অর্ধসহস্রাধিক বিড়ি ভোক্তা উপস্থিত ছিলেন।

এসময় বক্তারা বলেন, বিড়ি শিল্পের সঙ্গে সমাজের অসহায় হত দরিদ্র, বিধবা, স্বামী পরিত্যাক্তা ও নদী ভাঙনকবলিত এলাকার মানুষ জড়িত। বিড়ির ভোক্তারাও সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর। ধূমপান হিসেবে আমরা শুধু বিড়ি খেয়ে থাকি। আমরা অন্য কোন নেশার সঙ্গে জড়িত নই। কিন্তু চলতি বাজেটে বিড়ির উপর মাত্রাতিরিক্ত শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিড়িতে প্যাকেট প্রতি যেখানে ৪ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে সেখানে নিম্নস্তরের সিগারেটে মাত্র ২ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়াও মধ্যমস্তরের সিগারেটে কোন শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়নি। ফলে দেশি শিল্প ধ্বংস করে বিদেশি সিগারেট ধূমপানে উদ্বুদ্ধ করছে। আমরা এ বৈষম্যমূলক শুল্ক বৃদ্ধির তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। মানববন্ধন থেকে পাঁচ দফা দাবি জানান বিড়ি ভোক্তারা। দাবিগুলো হলো-২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেটে বিড়ির উপর আরোপিত প্যাকেট প্রতি অতিরিক্ত ৪ টাকা শুল্ক প্রত্যাহার করতে হবে। সিগারেট যতদিন থাকবে বিড়িও ততদিন রাখতে হবে। নিম্নস্তরের সিগারেট প্যাকেট প্রতি ১০০ টাকা করতে হবে। প্রতি প্যাকেট বিড়ি ১০ টাকা করতে হবে। নকল বিড়ির ব্যবসা বন্ধ করতে হবে। মানববন্ধনে বক্তব্য প্রদান করেন সিলেট বিড়ি ভোক্তা পক্ষের সভাপতি মো. মসিয়ার রহমান, সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন, সিলেট শ্রমিক লীগের সভাপতি এনসান আলি। মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন মো. সাহাবুদ্দিন। মানববন্ধন শেষে সিলেট কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট বরবার স্মারকলিপি প্রদান করেন।

thesangbad.net/news/business/শুল্ক%2Bকমানোর%2Bদাবিতে%2Bবিড়ি%2Bভোক্তাদের%2Bমানববন্ধন-12928/

সত্য প্রকাশে আপসহীন THE DAILY BHORER DAK
ভোরের ডাক

20 Sep 2020

শুল্ক কমানোর দাবি বিড়ি ভোক্তাদের

Published : Sunday, 20 September, 2020 at 6:41 PM, Update:20.09.2020 6:50:27 PM

অ+অ-অ

ভোরের ডাক ডেস্ক : চলতি অর্থবছরের বাজেটে বিড়ির উপর বৃদ্ধিকৃত অতিরিক্ত ৪ টাকা শুল্ক কমানোর দাবিতে সিলেট কাস্টমস অফিস ঘেরাও করে মানববন্ধন করেছে বিড়ি ভোক্তারা । রোববার সিলেট মেন্দিবাগে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন থেকে এ দাবি জানিয়েছে তারা। মানববন্ধনে সিলেট অঞ্চলের অর্ধসহস্রাধিক বিড়ি ভোক্তা উপস্থিত ছিলেন।

এসময় ভোক্তারা বলেন, বিড়ি শিল্পের সাথে সমাজের অসহায় হত দরিদ্র, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ও নদী ভাঙন কবলিত এলাকার মানুষ জড়িত। বিড়ির ভোক্তারাও সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর। ধূমপান হিসেবে আমরা শুধু বিড়ি খেয়ে থাকি। আমরা অন্য কোন নেশার সাথে জড়িত নই। কিন্তু চলতি বাজেটে বিড়ির উপর মাত্রাতিরিক্ত শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিড়িতে প্যাকেট প্রতি যেখানে ৪ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে সেখানে নিম্নস্তরের সিগারেটে মাত্র ২ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়াও মধ্যমস্তরের সিগারেটে কোন শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়নি। ফলে দেশী শিল্প ধ্বংস করে বিদেশী সিগারেট ধূমপানে উদ্বুদ্ধ করছে। আমরা এ বৈষম্যমূলক শুল্ক বৃদ্ধির তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

মানববন্ধন থেকে পাঁচ দফা দাবি জানান বিড়ি ভোক্তারা। দাবিগুলো হলো- ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেটে বিড়ির উপর আরোপিত প্যাকেট প্রতি অতিরিক্ত ৪ টাকা শুল্ক প্রত্যাহার করতে হবে। সিগারেট যতদিন থাকবে বিড়িও ততদিন রাখতে হবে। নিম্নস্তরের সিগারেট প্যাকেট প্রতি ১০০টাকা করতে হবে। প্রতি প্যাকেট বিড়ি ১০ টাকা করতে হবে। নকল বিড়ির ব্যবসা বন্ধ করতে হবে।

মানববন্ধনে বক্তব্য প্রদান করেন সিলেট বিড়ি ভোক্তা পক্ষের সভাপতি মো: মসিয়ার রহমান, সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন, সিলেট শ্রমিক লীগের সভাপতি এনসান আলি। মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন মো: সাহাবুদ্দিন। মানববন্ধন শেষে সিলেট কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট বরবার স্মারকলিপি প্রদান করেন।

https://bhorer-dak.com/details.php?id=160394

দেশ রূপান্তর

20 Sep 2020

বিড়ির ওপর শুল্ক কমানোর দাবিতে ভোক্তাদের মানববন্ধন

নিজস্ব প্রতিবেদক | ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ ১৮:২২

বাজেটে বিড়ির ওপর ধার্যকৃত অতিরিক্ত ৪ টাকা শুল্ক কমানোর দাবিতে সিলেটে কাস্টমস অফিস ঘেরাও করে মানববন্ধন করেছে বিড়ি ভোক্তারা। রবিবার সিলেটের মেন্দিবাগে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় অর্ধসহস্রাধিক বিড়ি ভোক্তা অংশ নেন।

ভোক্তারা বলেন, বিড়ি শিল্পের সঙ্গে সমাজের অসহায় হত দরিদ্র, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ও নদী ভাঙন কবলিত এলাকার মানুষ জড়িত। বিড়ির ভোক্তারাও সমাজের দরিদ্র শ্রেণির। চলতি বাজেটে বিড়ির ওপর মাত্রাতিরিক্ত শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিড়িতে প্যাকেট প্রতি যেখানে ৪ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে সেখানে নিম্নস্তরের সিগারেটে মাত্র ২ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ ছাড়া মধ্যম স্তরের সিগারেটে কোন শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়নি। ফলে দেশি শিল্প ধ্বংস করে বিদেশি সিগারেট ধূমপানে উদ্বুদ্ধ করছে। আমরা এ বৈষম্যমূলক শুল্ক বৃদ্ধির তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

মানববন্ধন থেকে পাঁচ দফা দাবি জানান বিড়ি ভোক্তারা। দাবিগুলো হলো- ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেটে বিড়ির ওপর আরোপিত প্যাকেট প্রতি অতিরিক্ত ৪ টাকা শুল্ক প্রত্যাহার করতে হবে। সিগারেট যত দিন থাকবে বিড়িও তত দিন রাখতে হবে। নিম্নস্তরের সিগারেট প্যাকেট প্রতি ১০০টাকা করতে হবে। প্রতি প্যাকেট বিড়ি ১০ টাকা করতে হবে। নকল বিড়ির ব্যবসা বন্ধ করতে হবে।

মানববন্ধনে বক্তব্য প্রদান করেন সিলেট বিড়ি ভোক্তা পক্ষের সভাপতি মো. মসিয়ার রহমান, সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন, সিলেট শ্রমিক লীগের সভাপতি এনসান আলী। এতে সভাপতিত্ব করেন মো. সাহাবুদ্দিন। পরে তারা সিলেট কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারের বরবার স্মারকলিপি প্রদান করেন।

https://www.deshrupantor.com/business/2020/09/20/246799

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

21 Sep 2020

আখ খেতে নারীর লাশ

টাঙ্গাইলের নাগরপুরে আখ খেত থেকে অজ্ঞাত নারীর (৩০) লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল দুপুরে উপজেলার দত্তিয়র ইউনিয়নের পাঁচ আরড়া গ্রামে আখ খেত থেকে সেলোয়ার কামিজ পরা অজ্ঞাত নারীর লাশ উদ্ধার করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নাগরপুর থানার ওসি আলম চাঁদ। -টাঙ্গাইল প্রতিনিধি

পানিতে ডুবে যুবকের মৃত্যু

টাঙ্গাইলের নাগরপুরের সলিমাবাদ ইউনিয়নের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ছোট যমুনা নদীতে ডুবে গতকাল দুপুরে আকাশ মিয়া নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি উপজেলার সলিমাবাদ গ্রামের মনজুর মিয়ার ছেলে।-টাঙ্গাইল প্রতিনিধি

বিড়ি ভোক্তাদের স্মারকলিপি

চলতি অর্থবছরের বাজেটে বিড়ির ওপর বৃদ্ধি করা অতিরিক্ত ৪ টাকা শুল্ক কমানোর দাবিতে সিলেট কাস্টমস অফিস ঘেরাও করে মানববন্ধন করেছে বিড়ি ভোক্তারা। পরে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। ভোক্তারা বলেন, বিড়ি শিল্পের সঙ্গে সমাজের অসহায় হতদরিদ্র, বিধবা, স্বামী-পরিত্যক্তা ও নদী ভাঙনকবলিত এলাকার মানুষ জড়িত। নিম্নস্তরের সিগারেট প্যাকেটপ্রতি ১০০ টাকা করতে হবে। প্রতি প্যাকেট বিড়ি ১০ টাকা করতে হবে। নকল বিড়ির ব্যবসা বন্ধ করতে হবে। বক্তৃতা করেন মসিয়ার রহমান, জাকির হোসেন, এনসান আলি। সভাপতিত্ব করেন সাহাবুদ্দিন। মানববন্ধন শেষে সিলেট কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। -বিজ্ঞপ্তি

https://www.bd-pratidin.com/country-village/2020/09/21/568771

20 Sep 2020

শুল্ক কমানোর দাবি বিড়ি ভোক্তাদের

সিলেট কাস্টমস অফিস ঘেরাও করে মানববন্ধন করেছে বিড়ি ভোক্তারা

চলতি অর্থবছরের বাজেটে বিড়ির উপর বৃদ্ধিকৃত অতিরিক্ত ৪টাকা শুল্ক কমানোর দাবিতে সিলেট কাস্টমস অফিস ঘেরাও করে মানববন্ধন করেছে বিড়ি ভোক্তারা। রোববার সিলেট মেহেদিবাগে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন থেকে এ দাবি জানিয়েছেন তারা। মানববন্ধনে সিলেট অঞ্চলের অর্ধসহস্রাধিক বিড়ি ভোক্তা উপস্থিত ছিলেন।

এসময় ভোক্তারা বলেন, বিড়ি শিল্পের সাথে সমাজের অসহায় হতদরিদ্র, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ও নদীভাঙন কবলিত এলাকার মানুষ জড়িত। বিড়ির ভোক্তারাও সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর। ধূমপান হিসেবে আমরা শুধু বিড়ি খেয়ে থাকি। আমরা অন্য কোনো নেশার সাথে জড়িত নই। কিন্তু চলতি বাজেটে বিড়ির উপর মাত্রাতিরিক্ত শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিড়িতে প্যাকেট প্রতি যেখানে ৪টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে সেখানে নিম্নস্তরের সিগারেটে মাত্র ২টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়াও মধ্যমস্তরের সিগারেটে কোন শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়নি। ফলে দেশিশিল্প ধ্বংস করে বিদেশি সিগারেট ধূমপানে উদ্বুদ্ধ করছে। আমরা এ বৈষম্যমূলক শুল্ক বৃদ্ধির তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

মানববন্ধন থেকে পাঁচ দফা দাবি জানান বিড়ি ভোক্তারা। দাবিগুলো হলো-২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেটে বিড়ির উপর আরোপিত প্যাকেট প্রতি অতিরিক্ত ৪ টাকা শুল্ক প্রত্যাহার করতে হবে। সিগারেট যতদিন থাকবে বিড়িও ততদিন রাখতে হবে। নিম্নস্তরের সিগারেট প্যাকেট প্রতি ১০০ টাকা করতে হবে। প্রতি প্যাকেট বিড়ি ১০ টাকা করতে হবে। নকল বিড়ির ব্যবসা বন্ধ করতে হবে।

মানববন্ধনে বক্তব্য প্রদান করেন সিলেট বিড়ি ভোক্তা পক্ষের সভাপতি মোঃ মসিয়ার রহমান, সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন, সিলেট শ্রমিক লীগের সভাপতি এনসান আলি। মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন মোঃ সাহাবুদ্দিন। মানববন্ধন শেষে সিলেট কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট বরবার স্মারকলিপি প্রদান করেন।
পি

https://www.rtvonline.com/country/104840/শুল্ক-কমানোর-দাবি-বিড়ি-ভোক্তাদের

20 Sep 2020

বিড়ির শুল্ক কমানোর দাবিতে সিলেট কাস্টমস অফিস ঘেরাও

চলতি বাজেটে বিড়ির উপর বৃদ্ধি করা অতিরিক্ত ৪ টাকা হারে শুল্ক কমানোর দাবিতে সিলেট কাস্টমস অফিস ঘেরাও করে মানব বন্ধন করেছে বিড়ির ভোক্তারা।

সকালে সিলেট মেন্দিবাগে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। এতে বক্তব্য দেন সিলেট বিড়ি ভোক্তা পক্ষের সভাপতি মো: মসিয়ার রহমান ও সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেনসহ অনেকে। এ সময় সিলেট অঞ্চলের অর্ধসহস্রাধিক বিড়ি-ভোক্তা উপস্থিত ছিলেন। মানববন্ধন শেষে সিলেট কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট বরাবর স্মারকলিপি দেয়া হয়। এতে বিড়িতে আরোপিত প্রতি প্যাকেট প্রতি অতিরিক্ত ৪ টাকা শুল্ক প্রত্যাহারসহ পাঁচ দফা দাবি জানানো হয়।

https://www.satv.tv/শুল্ক-কমানোর-দাবিতে-সিলে/

currentnews
সদ্য সংবাদ সব সময়.com.bd

20 Sep 2020

শুল্ক কমানোর দাবি বিড়ি ভোক্তাদের

|

চলতি অর্থবছরের বাজেটে বিড়ির উপর বৃদ্ধিকৃত অতিরিক্ত ৪ টাকা শুল্ক কমানোর দাবিতে সিলেট কাস্টমস অফিস ঘেরাও করে মানববন্ধন করেছে বিড়ি ভোক্তারা । রোববার সিলেট মেন্দিবাগে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন থেকে এ দাবি জানিয়েছে তারা। মানববন্ধনে সিলেট অঞ্চলের অর্ধসহস্রাধিক বিড়ি ভোক্তা উপস্থিত ছিলেন।

এসময় ভোক্তারা বলেন, বিড়ি শিল্পের সাথে সমাজের অসহায় হত দরিদ্র, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ও নদী ভাঙন কবলিত এলাকার মানুষ জড়িত। বিড়ির ভোক্তারাও সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর। ধূমপান হিসেবে আমরা শুধু বিড়ি খেয়ে থাকি। আমরা অন্য কোন নেশার সাথে জড়িত নই। কিন্তু চলতি বাজেটে বিড়ির উপর মাত্রাতিরিক্ত শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিড়িতে প্যাকেট প্রতি যেখানে ৪ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে সেখানে নিম্নস্তরের সিগারেটে মাত্র ২ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়াও মধ্যমস্তরের সিগারেটে কোন শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়নি। ফলে দেশী শিল্প ধ্বংস করে বিদেশী সিগারেট ধূমপানে উদ্বুদ্ধ করছে। আমরা এ বৈষম্যমূলক শুল্ক বৃদ্ধির তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

মানববন্ধন থেকে পাঁচ দফা দাবি জানান বিড়ি ভোক্তারা। দাবিগুলো হলো- ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেটে বিড়ির উপর আরোপিত প্যাকেট প্রতি অতিরিক্ত ৪ টাকা শুল্ক প্রত্যাহার করতে হবে। সিগারেট যতদিন থাকবে বিড়িও ততদিন রাখতে হবে। নিম্নস্তরের সিগারেট প্যাকেট প্রতি ১০০টাকা করতে হবে। প্রতি প্যাকেট বিড়ি ১০ টাকা করতে হবে। নকল বিড়ির ব্যবসা বন্ধ করতে হবে।

মানববন্ধনে বক্তব্য প্রদান করেন সিলেট বিড়ি ভোক্তা পক্ষের সভাপতি মো: মসিয়ার রহমান, সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন, সিলেট শ্রমিক লীগের সভাপতি এনসান আলি। মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন মো: সাহাবুদ্দিন। মানববন্ধন শেষে সিলেট কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট বরবার স্মারকলিপি প্রদান করেন।

https://www.currentnews.com.bd/bn/news/590183

শেয়ার বিজ
সৃজনের পথে উন্নত স্বদেশ

শুল্ক কমানোর দাবি বিড়ি ভোক্তাদের

সেপ্টেম্বর ২০, ২০২০ ৫:১৪ পিএম

শেয়ার বিজ অনলাইন

নিজস্ব প্রতিবেদক: চলতি অর্থবছরের বাজেটে বিড়ির উপর বৃদ্ধিকৃত অতিরিক্ত ৪ টাকা শুল্ক কমানোর দাবিতে সিলেট কাস্টমস অফিস ঘেরাও করে মানববন্ধন করেছে বিড়ি ভোক্তারা । রোববার সিলেট মেন্দিবাগে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন থেকে এ দাবি জানিয়েছে তারা। মানববন্ধনে সিলেট অঞ্চলের অর্ধসহস্রাধিক বিড়ি ভোক্তা উপস্থিত ছিলেন।

এসময় ভোক্তারা বলেন, বিড়ি শিল্পের সাথে সমাজের অসহায় হত দরিদ্র, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ও নদী ভাঙন কবলিত এলাকার মানুষ জড়িত। বিড়ির ভোক্তারাও সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর। ধূমপান হিসেবে আমরা শুধু বিড়ি খেয়ে থাকি। আমরা অন্য কোন নেশার সাথে জড়িত নই। কিন্তু চলতি বাজেটে বিড়ির উপর মাত্রাতিরিক্ত শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়েছে।

বিড়িতে প্যাকেট প্রতি যেখানে ৪ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে সেখানে নি¤œস্তরের সিগারেটে মাত্র ২ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়াও মধ্যমস্তরের সিগারেটে কোন শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়নি। ফলে দেশী শিল্প ধ্বংস করে বিদেশী সিগারেট ধূমপানে উদ্বুদ্ধ করছে। আমরা এ বৈষম্যমূলক শুল্ক বৃদ্ধির তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

মানববন্ধন থেকে পাঁচ দফা দাবি জানান বিড়ি ভোক্তারা। দাবিগুলো হলো- ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেটে বিড়ির উপর আরোপিত প্যাকেট প্রতি অতিরিক্ত ৪ টাকা শুল্ক প্রত্যাহার করতে হবে। সিগারেট যতদিন থাকবে বিড়িও ততদিন রাখতে হবে। নিম্নস্তরের সিগারেট প্যাকেট প্রতি ১০০টাকা করতে হবে। প্রতি প্যাকেট বিড়ি ১০ টাকা করতে হবে। নকল বিড়ির ব্যবসা বন্ধ করতে হবে।

মানববন্ধনে বক্তব্য প্রদান করেন সিলেট বিড়ি ভোক্তা পক্ষের সভাপতি মো: মসিয়ার রহমান, সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন, সিলেট শ্রমিক লীগের সভাপতি এনসান আলি। মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন মো: সাহাবুদ্দিন। মানববন্ধন শেষে সিলেট কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট বরবার স্মারকলিপি প্রদান করেন।

https://sharebiz.net/শুল্ক-কমানোর-দাবি-বিড়ি-ভো/

20 Sep 2020

Human chain of bidi consumers demanding reduction of duty. ATN Bangla

https://www.youtube.com/watch?v=cCSExIjmqSw

Human chain of bidi consumers demanding reduction of duty. Desh TV

https://www.youtube.com/watch?v=AeCmT767dgc

Human chain of bidi consumers demanding reduction of duty. ETV

https://www.youtube.com/watch?v=s6I0CPoBMOs

Human chain of bidi consumers demanding reduction of duty.SA TV

https://www.youtube.com/watch?v=WxbtjvcxM2I

Human chain of bidi consumers demanding reduction of duty. RTV

https://www.youtube.com/watch?v=-IWcxSW5NNc

কালের কণ্ঠ

প্যাকেট ছাড়া বিড়ি-সিগারেট কেনা যাবে না মহারাষ্ট্রে

অ- অ অ+

ভারতের প্রথম রাজ্য হিসেবে খোলা সিগারেট-বিড়ি বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করল মহারাষ্ট্র রাজ্য সরকার। এখন থেকে মহারাষ্ট্রে প্যাকেট ছাড়া সিগারেট বা বিড়ি কেনা যাবে না।

ধূমপায়ীদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়াতে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। এতে বহু ধূমপায়ীরা বিপত্তিতে পড়লেও মহারাষ্ট্র সরকারের পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন চিকিৎসক মহলের একাংশ।

সিগারেট, বিড়ি নিয়ে মহারাষ্ট্রের জনস্বাস্থ্য দপ্তরের এই নতুন নির্দেশনা জারি করা হয়েছে গত বৃহস্পতিবার। এক বিজ্ঞপ্তিতে স্বাস্থ্য দপ্তরের মুখ্যসচিব প্রদীপ ব্যাস জানিয়েছেন, সিগারেট এবং অন্যান্য তামাকজাত দ্রব্য আইন ২০০৩-এর ৭ ধারার ২ নম্বর উপধারার আওতায় খোলা সিগারেট, বিড়ি বিক্রিতে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

ধূমপায়ীদের সিগারেট-বিড়ির কুপ্রভাব নিয়ে সচেতন করতে প্যাকেটে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ থাকে। যা খোলা সিগারেট বা বিড়ির ক্ষেত্রে রাখা সম্ভব হয় না। সে কারণে প্যঅকেট ছাড়া বিড়ি-সিগারেট কেনা যাবে না।

মহারাষ্ট্র সরকারের এই পদক্ষেপের ফলে কমবয়সীদের মধ্যে ধূমপানের প্রবণতা কমানো যাবে বলে মনে করছেন অনেকে। টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালের ক্যান্সার সার্জন পঙ্কজ চতুর্বেদীর মতে, এতে যুবসমাজে ধূমপানের অভ্যাসও কমবে।

তার কথায়, ভারতে তামাকজাত দ্রব্য সেবন মহামারিতে পরিণত হয়েছে ১৬-১৭ বছর বয়সীদের মধ্যে ধূমপানের অভ্যাসের ফলে। আর্থিক কারণেই তারা গোটা প্যাকেট না কিনে খোলা সিগারেট-বিড়ি কেনে।

শুধু কমবয়সীদের মধ্যেই যে এই প্রবণতা রয়েছে, তা নয়। অনেক প্রাপ্তবয়স্ক ধূমপায়ী গোটা প্যাকেট না কিনে খুচরা সিগারেট-বিড়ি কেনেন। পঙ্কজ বলেন, সমীক্ষায় দেখা গেছে, তামাকজাত দ্রব্যের ওপর ১৮ শতাংশ কর চাপানোর পর ধূমপায়ীদের সংখ্যা কমে গেছে আট শতাংশ। কিন্তু, ধূমপায়ীদের যদি খুচরা বা খোলা সিগারেট-বিড়ি কিনতে দেওয়া হয়, তবে তারা এতে চাপানো করের ভার বুঝতে পারেন না।

সূত্র : টাইমস অব ইন্ডিয়া

চার দফা দাবিতে টাঙ্গাইলে বিড়ি শ্রমিকদের মানববন্ধন

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি:

বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করে বিড়ি উৎপাদন ও বিড়ি বিক্রয় বন্ধ না করার দাবিতে মানববন্ধন করেছে বিড়ি শ্রমিকরা। আজ রোববার টাঙ্গাইল প্রেসক্লাবের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে বিড়িতে শুল্ক বৃদ্ধি না করা ও শ্রমিকদের সপ্তাহে ছয় দিন কাজের সুযোগসহ চার দফা দাবি তুলে ধরা হয়।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, কেন্দ্রীয় বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি এম কে বাঙ্গালী, সাধারন সম্পাদক মো. রহমত আলী , টাঙ্গাইল বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি লুৎফর রহমান প্রমুখ। মানববন্ধনে শতাধিক বিড়ি শ্রমিক উপস্থিত ছিলেন।

মানববন্ধনে বক্তারা জানান, বিড়ি শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ২০ লক্ষাধিক শ্রমিক। প্রত্যন্ত অঞ্চলের হত দরিদ্র, স্বামী পরিত্যক্তা নারী, বয়স্ক নারী-পুরুষ ও নদী ভাঙন এলাকার লাখ লাখ শ্রমিক বিড়ি তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করে। করোনা ভাইরাসের কারণে এসব শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েছে।

তারা অভিযোগ করে বলেন, করোনার সময় সরকার অনেক সেক্টরে সাহায্য করলেও আমারা এখনও পর্যন্ত কোনো সাহায্য পাই নি। ফলে আমাদের অনেক কষ্টে জীবন-যাপন করতে হচ্ছে। এমতাবস্থায় বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করে বিড়ি উৎপাদন ও বিড়ি বিক্রয় বন্ধ না করতে দাবি জানান নেতারা।

LivePress24
www.livepress24.com

টাঙ্গাইলে বিড়ি শ্রমিকদের মানববন্ধন

জুয়েল হিমু,টাঙ্গাইল: বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করে বিড়ি উৎপাদন ও বিড়ি বিক্রয় বন্ধ না করা, বিড়িতে শুল্ক বৃদ্ধি না করা ও শ্রমিকদের সপ্তাহে ছয় দিন কাজের সুযোগসহ চার দফা দাবিতে মানববন্ধন করেছে বিড়ি শ্রমিকরা। আজ রোববার টাঙ্গাইল প্রেসক্লাবের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি এম কে বাঙ্গালী ,সাধারন সম্পাদক মো: রহমত আলী ,টাঙ্গাইল বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশন সভাপতি লুৎফর রহমানসাধারন সম্পাদক প্রমুখ। মানববন্ধনে শতাধিক বিড়ি শ্রমিক ও নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, বিড়ি শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ২০ লক্ষাধিক শ্রমিক। প্রত্যন্ত অঞ্চলের হত দরিদ্র, স্বামী পরিত্যক্তা নারী, বয়স্ক নারী-পুরুষ ও নদী ভাঙন এলাকার লাখ লাখ শ্রমিক বিড়ি তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করে। করোনাভাইরাসের কারণে এসব শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েছে। অথচ থেমে নেই আমাদের জীবন যাত্রার চাহিদা। সরকারিভাবে এখনো পর্যন্ত কোনো সাহায্য সহযোগিতা পায়নি তারা। ফলে আমাদের অনেক কষ্টে জীবন-যাপন করতে হচ্ছে। এমতাবস্থায় বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করে বিড়ি উৎপাদন ও বিড়ি বিক্রয় বন্ধ না করা, বিড়িতে শুল্ক বৃদ্ধি না করা ও শ্রমিকদের সপ্তাহে ছয় দিন কাজের সুযোগ দিতে হবে।

লাইভ প্রেস২৪/এমএসএম

টাঙ্গাইলে বিড়ি শ্রমিকদের মানববন্ধন

জুয়েল হিমু,টাঙ্গাইল: বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করে বিড়ি উৎপাদন ও বিড়ি বিক্রয় বন্ধ না করা, বিড়িতে শুল্ক বৃদ্ধি না করা ও শ্রমিকদের সপ্তাহে ছয় দিন কাজের সুযোগসহ চার দফা দাবিতে মানববন্ধন করেছে বিড়ি শ্রমিকরা। আজ রোববার টাঙ্গাইল প্রেসক্লাবের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি এম কে বাঙ্গালী ,সাধারন সম্পাদক মো: রহমত আলী ,টাঙ্গাইল বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশন সভাপতি লুৎফর রহমানসাধারন সম্পাদক প্রমুখ। মানববন্ধনে শতাধিক বিড়ি শ্রমিক ও নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, বিড়ি শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ২০ লক্ষাধিক শ্রমিক। প্রত্যন্ত অঞ্চলের হত দরিদ্র, স্বামী পরিত্যক্তা নারী, বয়স্ক নারী-পুরুষ ও নদী ভাঙন এলাকার লাখ লাখ শ্রমিক বিড়ি তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করে। করোনাভাইরাসের কারণে এসব শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েছে। অথচ থেমে নেই আমাদের জীবন যাত্রার চাহিদা। সরকারিভাবে এখনো পর্যন্ত কোনো সাহায্য সহযোগিতা পায়নি তারা। ফলে আমাদের অনেক কষ্টে জীবন-যাপন করতে হচ্ছে। এমতাবস্থায় বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করে বিড়ি উৎপাদন ও বিড়ি বিক্রয় বন্ধ না করা, বিড়িতে শুল্ক বৃদ্ধি না করা ও শ্রমিকদের সপ্তাহে ছয় দিন কাজের সুযোগ দিতে হবে।

পিবিএ/এমএসএম

Courtesy

They urged the government to reduce the taxes on bidi, including recently imposed 4% tax for each packet, from the current fiscal (FY2020-21) so that they can survive with their jobs

Hundreds of bidi workers on Sunday sought Prime Minister Sheikh Hasina's intervention to cut tax on bidi, a type of low priced cigarette, while forming a human chain in Tangail.

They urged the government to reduce the taxes on bidi, including recently imposed 4% tax for each packet, from the current fiscal (FY2020-21) so that they can survive with their jobs.

Under the banner name, 'Bangladesh Bidi Sramik Federation', the workers came up with the call in the demonstration held in front of Tangail Press Club.

Bangladesh Bidi Workers Federation’s Central President MK Rahman, General Secretary Abdur Rahman, Tangail unit President Md Lutfur Rahman, district General Secretary Md Jasim Uddin, and Organizing Secretary Md Aslam Mia, among others, were present, in the program.

The workers and leaders also sent a memorandum to the prime minister through the Deputy Commissioner (DC) of the district.

The bidi sector leaders demanded stimulus and financial assistance for the sector workers and traders survival in the coronavirus pandemic crisis.

The speakers also requested the authorities concerned to fix the price of each packet low quality cigarette at Tk100 while each packet of bidi Tk10 only and to take initiative for banning duplicate bidi.

Following the recent tax increase on bidi, majority owners and producers closed their factories, and were leading ultra-poor life now, speakers said.

নীতির প্রশ্নে আপোসহীন দৈনিক জনকণ্ঠ
The Daily Janakantha

প্রধানমন্ত্রীর সুনজর চান অসহায় বিড়ি শ্রমিকরা

অর্থনৈতিক রিপোর্টার ॥ প্রধানমন্ত্রীর সুনজর চেয়ে বিড়ি শিল্পে নিয়োজিত অসহায়, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, নদী ভাঙ্গন কবলিত মানুষ ও শারীরিক বিকলঙ্গ শ্রমিকরা মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে। টাঙ্গাইল জেলা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের আয়োজনে রোববার বেলা ১১টায় টাঙ্গাইল প্রেস ক্লাবের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধন শেষে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন তারা।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়তে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ নেতৃত্বে যখন দেশ এগিয়ে যাচ্ছে তখন বহুজাতিক কোম্পানীর আগ্রাসনে বিড়ি শ্রমিকরা চরম অসহায়ত্বে দিনাতিপাত করছে। সমাজের অসহায় বিড়ি শ্রমিকদের দুর্দশা লাঘবের জন্য এবং তাদের কর্ম রক্ষার্থে ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের বাজেটে তিনি জাতীয় সংসদে বিড়ির উপর কর কমিনোর নির্দেশনা দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এই নির্দেশনাকে অমান্য করে বহুজাতিক কোম্পানীর আগ্রাসনে বিড়িতে বৈষম্যমূলকভাবে মূল্যস্তর বৃদ্ধি করা হয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেটে প্রতি প্যাকেটে বিড়িতে মূল্যস্তর ৪ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে নিম্নস্তরের প্রতি প্যাকেট সিগারেটের মূল্যস্তর মাত্র ২ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও মধ্যম স্তরের সিগারেটের কোন মূল্য বৃদ্ধি পায়নি। এটা অত্যন্ত বৈষম্যমূলক ও জাতির কাছে প্রশ্নবিদ্ধ। বর্তমান করোনাকালীন পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের জন্য বিড়ির উপর অর্পিত বাজেটটি মরার উপর খাঁড়ার ঘা হয়েছে।

বিড়িতে অতিরিক্ত এ মূল্যস্তর বৃদ্ধির ফলে বিড়ি কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। বিকল্প কাজ না পেয়ে শ্রমিকরা বেকার জীবন যাপন করছে। পরিবার নিয়ে চরম অসহায়ত্বে দিন যাপন করছে। তারা করোনায় আক্রান্ত না হয়ে কাজের অভাবে মুজুরী না পেয়ে অনাহারেই মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে। তাই অসহায় বিড়ি শ্রমিকদের এ দুর্দশা লাঘবে প্রধানমন্ত্রীর কাছে ৪ দফা দাবি পেশ করেন তারা। দাবিগুলো হলো:- বিড়ির উপর অতিরিক্ত ধার্যকৃত ৪ টাকা মূল্যস্তর সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করতে হবে। বিড়ির উপর ১০ শতাংশ অগ্রিম আয় কর প্রত্যাহার করতে হবে। বঙ্গবন্ধুর চালুকৃত বিড়িকে কুটির শিল্প হিসেবে অব্যহত রাখতে হবে। বিড়ি শিল্পের বাজারকে ধ্বংস করে বিদেশী কোম্পানীর হাতে তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র বন্ধ করতে হবে।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এমকে বাঙ্গালী, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান, টাঙ্গাইল জেলা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মো: লুৎফর রহমান, সাধারণ সম্পদক মো: জসিম উদ্দিন, যুগ্ম সম্পাদক মো: আসলাম মিয়া প্রমুখ। মানববন্ধনে সহস্রাধিক বিড়ি শ্রমিক নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

আমাদের সময়.কম
AMADERSHOMOY.COM

[১] টাঙ্গাইলে চার দফা দাবীতে বিড়ি শ্রমিকদের মানববন্ধন

আরমান কবীর: [২] টাঙ্গাইলে চার দফা দাবীতে মানব বন্ধন করেছে জেলা বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশন। রবিবার সকালে টাঙ্গাইল প্রেসক্লাবের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

[৩] মানববন্ধনে বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি এম কে বাঙ্গালী, সাধারন সম্পাদক মো: রহমত আলী, টাঙ্গাইল বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশন সভাপতি লুৎফর রহমানসাধারন সম্পাদক প্রমুখ। মানববন্ধনে শতাধিক বিড়ি শ্রমিক ও নেতাকর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

[৪] বিড়ি শ্রমিকদের চার দফা দাবীগুলো হচ্ছে, বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করে বিড়ি উৎপাদন ও বিড়ি বিক্রয় বন্ধ না করা, বিড়িতে শুল্ক বৃদ্ধি না করা ও শ্রমিকদের সপ্তাহে ছয় দিন কাজের সুযোগসহ করে দেওয়া।

সত্য প্রকাশে আপসহীন THE DAILY BHORER DAK
ভোরের ডাক

প্রধানমন্ত্রীর সুনজর চান অসহায় বিড়ি শ্রমিকরা

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধানমন্ত্রীর সুনজর চেয়ে বিড়ি শিল্পে নিয়োজিত অসহায়, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, নদী ভাঙ্গন কবলিত মানুষ ও শারীরিক বিকলঙ্গ শ্রমিকরা মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে। টাঙ্গাইল জেলা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের আয়োজনে রোববার বেলা ১১টায় টাঙ্গাইল প্রেস ক্লাবের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধন শেষে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন তারা।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়তে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ নেতৃত্বে যখন দেশ এগিয়ে যাচ্ছে তখন বহুজাতিক কোম্পানীর আগ্রাসনে বিড়ি শ্রমিকরা চরম অসহায়ত্বে দিনাতিপাত করছে। সমাজের অসহায় বিড়ি শ্রমিকদের দুর্দশা লাঘবের জন্য এবং তাদের কর্ম রক্ষার্থে ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের বাজেটে তিনি জাতীয় সংসদে বিড়ির উপর কর কমিনোর নির্দেশনা দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এই নির্দেশনাকে অমান্য করে বহুজাতিক কোম্পানীর আগ্রাসনে বিড়িতে বৈষম্যমূলকভাবে মূল্যস্তর বৃদ্ধি করা হয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেটে প্রতি প্যাকেটে বিড়িতে মূল্যস্তর ৪ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে নি¤œস্তরের প্রতি প্যাকেট সিগারেটের মূল্যস্তর মাত্র ২ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও মধ্যম স্তরের সিগারেটের কোন মূল্য বৃদ্ধি পায়নি। এটা অত্যন্ত বৈষম্যমূলক ও জাতির কাছে প্রশ্নবিদ্ধ। বর্তমান করোনাকালীন পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের জন্য বিড়ির উপর অর্পিত বাজেটটি মরার উপর খাঁড়ার ঘা হয়েছে।

বিড়িতে অতিরিক্ত এ মূল্যস্তর বৃদ্ধির ফলে বিড়ি কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। বিকল্প কাজ না পেয়ে শ্রমিকরা বেকার জীবন যাপন করছে। পরিবার নিয়ে চরম অসহায়ত্বে দিন যাপন করছে। তারা করোনায় আক্রান্ত না হয়ে কাজের অভাবে মুজুরী না পেয়ে অনাহারেই মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে। তাই অসহায় বিড়ি শ্রমিকদের এ দুর্দশা লাঘবে প্রধানমন্ত্রীর কাছে ৪ দফা দাবি পেশ করেন তারা। দাবিগুলো হলো:- বিড়ির উপর অতিরিক্ত ধার্যকৃত ৪ টাকা মূল্যস্তর সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করতে হবে। বিড়ির উপর ১০% অগ্রিম আয় কর প্রত্যাহার করতে হবে। বঙ্গবন্ধুর চালুকৃত বিড়িকে কুটির শিল্প হিসেবে অব্যহত রাখতে হবে। বিড়ি শিল্পের বাজারকে ধ্বংস করে বিদেশী কোম্পানীর হাতে তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র বন্ধ করতে হবে।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এমকে বাঙ্গালী, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান, টাঙ্গাইল জেলা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মো: লুৎফর রহমান, সাধারণ সম্পদক মো: জসিম উদ্দিন, যুগ্ম সম্পাদক মো: আসলাম মিয়া প্রমুখ। মানববন্ধনে সহ¯্রাধিক বিড়ি শ্রমিক নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

BANGLA HEADLINES
গ্রাম বাংলার সাথে

টাঙ্গাইলে বিড়ি শ্রমিকদের দাবি আদায়ে মানববন্ধন

বাংলা হেডলাইনস টাঙ্গাইল : ‘বিড়ির উপর শুল্ক প্রত্যাহার করো, করতে হবে’ এই স্লোগানে টাঙ্গাইলে বিড়ির উপর শুল্ক বাড়ানোর এবং বৈষম্যমূলক শুল্কনীতির প্রতিবাদে মানববন্ধন কর্মসুচি পালিত হয়েছে।

আজ রবিবার সকালে টাঙ্গাইল প্রেসক্লাবের সামনে টাঙ্গাইল জেলা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের আয়োজনে ঘন্টাব্যাপী মানববন্ধনে নারী পুরুষ ও শিশুরা নানা দাবি সম্বলিত ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে কর্মসুচি পালন করে।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন টাঙ্গাইল জেলা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি লুৎফর রহমান ও সম্পাদক আব্দুর রহমান প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, বিড়ির উপর অতিরিক্ত ধার্যকৃত ৪ টাকা মুল্যস্তর সম্পুর্ন প্রত্যাহার করতে হবে। বিড়ির উপর ১০% অগ্রিম আয় কর প্রত্যাহার করতে হবে, বঙ্গবন্ধুর চালুকৃত বিড়িকে কুটির শিল্প হিসেবে অব্যহত রাখতে হবে। ঢাকা ট্যোবাকোর ন্যায় বিড়ি শিল্পের বাজারকে ধ্বংস করে জাপান/ ব্রিটিশ আমেরিকান ট্যোবাকোর হাতে তুলে দেয়ার ষড়যন্ত্র বন্ধ করতে হবে।

তারা আরো বলেন, বিড়ি শিল্পে যে সব শ্রমিকরা কাজ করেন তারা গরীব, দুঃখী ও অসহায় । বিকল্প কাজ না পেয়ে তারা বেকার জীবনযাপন করছে । পরিবার নিয়ে চরম অনিশ্চয়তায় দিন কাটাচ্ছে।

দৈনিক লালসবুজের কণ্ঠ
www.lalsobujerkontho.com

টাঙ্গাইলে চার দফা দাবিতে বিড়ি শ্রমিকদের মানববন্ধন

লালসবুজের কণ্ঠ রিপোর্ট, *টাঙ্গাইল:*

“শিল্প বাঁচাও, শ্রমিক বাঁচাও” শ্লোগানে বহুজাতিক কোম্পানীর ষড়যন্ত্রে বিড়ির উপর শুল্ক বাড়ানোর এবং বৈষম্যমূলক শুল্কনীতির প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে টাঙ্গাইল জেলা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন। রোববার বেলা সাড় ১১টার দিকে টাঙ্গাইল প্রেসক্লাবের সামনে চার দফা দাবিতে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, বিড়ি শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ২০ লক্ষাধিক শ্রমিক। প্রত্যন্ত অঞ্চলের হত দরিদ্র, স্বামী পরিত্যক্তা নারী, বয়স্ক নারী-পুরুষ ও নদী ভাঙন এলাকার লাখ লাখ শ্রমিক বিড়ি তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করে। করোনাকালীন পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের জন্য বিড়রি উপর অর্ফিত বাজেটটি মরার উপর খাঁড়ার ঘা হয়েছে। বক্তারা বিড়ির উপর অতিরিক্ত ধার্যকৃত ৪টাকা মূল্যস্তর সম্পূর্ণ প্যতাহার, ১০% অগ্রিম আয়কর প্রত্যাহার, বঙ্গবন্ধুর চালুকৃত বিড়িকে কুটির শিল্প হিসেবে অব্যহত রাখা ও ঢাকা ট্যোবাকোর ন্যায় বিড়ি শিল্পের বাজারকে ধ্বংস করে জাপান/ব্রিটিশ আমেরিকান ট্যোবাকোর হাতে তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র বন্ধের দাবি জানান।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি এম. কে বাঙ্গালী, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল রহমান, টাঙ্গাইল জেলা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মো. লুৎফর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. আসলাম প্রমুখ।

ATN Bangla

https://www.youtube.com/watch?v=obT97JR5qmY

Bangla TV

https://www.youtube.com/watch?v=6ByjMiV7OfU&feature=youtu.be

Bijoy TV

https://www.youtube.com/watch?v=dK0MqZVNDS0

My TV

https://www.youtube.com/watch?v=BkjDwp3EGvE

মহারাষ্ট্রে প্যাকেট ছাড়া সিগারেট বিক্রি নিষিদ্ধ

ছবি- সংগৃহীত

ভারতের প্রথম প্রদেশে হিসেবে মহারাষ্ট্রে প্যাকেট ছাড়া সিগারেট-বিড়ি বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তাই এখন থেকে রাজ্যেজুড়ে খোলা সিগারেট কেনা যাবে না।

মুম্বাই মিরর জানিয়েছে, ধূমপায়ীদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়াতেই এই পদক্ষেপ নিয়েছে প্রাদেশিক জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরের।

বিজ্ঞপ্তিতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা প্রদীপ ব্যাস জানিয়েছেন, সিগারেট এবং অন্যান্য তামাকজাত দ্রব্য আইন ২০০৩-এর ৭ ধারার ২ নম্বর উপধারার আওতায় খোলা সিগারেট, বিড়ি বিক্রিতে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

মহারাষ্ট্র সরকারের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।

টাটা মেমিরিয়াল হাসপাতালের ক্যানসার সার্জন ডা. পঙ্কজ চর্তুবেদি টাইমস অব ইন্ডিয়াকে বলেন, ১৬/২৭ বছর থেকেই তরুণরা ধূমপানের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে। তারা কম সংখ্যক সিগারেট নিতো। পুরো প্যাকেট কিনতে তাদের অনেক টাকা লাগবে। খরচ বাড়ার কারণে এখন থেকে কম সিগারেট কিনবে তারা।

খোলা সিগারেট-বিড়ি বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা মহারাষ্ট্রে!

খোলা সিগারেট-বিড়ি বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্য সরকার। এখন থেকে মহারাষ্ট্রে প্যাকেট ছাড়া সিগারেট বা বিড়ি কেনা যাবে না।

বৃহস্পতিবার সিগারেট, বিড়ি নিয়ে মহারাষ্ট্রের জনস্বাস্থ্য দপ্তরের এ নতুন নির্দেশনা জারি করে। স্বাস্থ্য দপ্তরের মুখ্যসচিব প্রদীপ ব্যাস জানিয়েছেন, সিগারেট এবং অন্যান্য তামাকজাত দ্রব্য আইন ২০০৩-এর ৭ ধারার ২ নম্বর উপধারার আওতায় খোলা সিগারেট, বিড়ি বিক্রিতে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

ধূমপায়ীদের সিগারেট-বিড়ির কুপ্রভাব নিয়ে সচেতন করতে প্যাকেটে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ থাকে। যা খোলা সিগারেট বা বিড়ির ক্ষেত্রে রাখা সম্ভব হয় না। সে কারণে প্যাকেট ছাড়া বিড়ি-সিগারেট কেনা যাবে না।

মহারাষ্ট্র সরকারের পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন চিকিৎসক মহলের একাংশ। টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালের ক্যান্সার সার্জন পঙ্কজ চতুর্বেদীর মতে, এতে যুবসমাজে ধূমপানের অভ্যাসও কমবে। তিনি জানান, অনেক প্রাপ্তবয়স্ক ধূমপায়ী গোটা প্যাকেট না কিনে খুচরা সিগারেট-বিড়ি কেনেন। আর এ নিষেধাজ্ঞা চালু হলে তা বন্ধ হয়ে যাবে।

দৈনিক বাংলা

প্যাকেট ছাড়া সিগারেট বিক্রি নিষিদ্ধ
আন্তর্জাতিক ডেস্ক :

প্যাকেট ছাড়া সিগারেট বিক্রি নিষিদ্ধ

ভারতের প্রথম প্রদেশে হিসেবে মহারাষ্ট্রে প্যাকেট ছাড়া সিগারেট-বিড়ি বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তাই এখন থেকে রাজ্যেজুড়ে খোলা সিগারেট কেনা যাবে না।

মুম্বাই মিরর জানিয়েছে, ধূমপায়ীদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়াতেই এই পদক্ষেপ নিয়েছে প্রাদেশিক জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরের। বিজ্ঞপ্তিতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা প্রদীপ ব্যাস জানিয়েছেন, সিগারেট এবং অন্যান্য তামাকজাত দ্রব্য আইন ২০০৩-এর ৭ ধারার ২ নম্বর উপধারার আওতায় খোলা সিগারেট, বিড়ি বিক্রিতে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। মহারাষ্ট্র সরকারের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।

টাটা মেমিরিয়াল হাসপাতালের ক্যানসার সার্জন ডা. পঙ্কজ চর্তুবেদি টাইমস অব ইন্ডিয়াকে বলেন, ১৬/২৭ বছর থেকেই তরুণরা ধূমপানের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে। তারা কম সংখ্যক সিগারেট নিতো। পুরো প্যাকেট কিনতে তাদের অনেক টাকা লাগবে। খরচ বাড়ার কারণে এখন থেকে কম সিগারেট কিনবে তারা।

আই নিউজ বিডি

খোলা সিগারেট বিক্রি নিষেধ

খোলা সিগারেট-বিড়ি বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করল মহারাষ্ট্র। ফলে এখন থেকে ওই রাজ্যে প্যাকেট ছাড়া সিগারেট বা বিড়ি কেনা যাবে না। মূলত ধূমপায়ীদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়াতেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে মনে করছেন অনেকে। এতে বহু ধূমপায়ী বিপত্তিতে পড়লেও মহারাষ্ট্র সরকারের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন চিকিৎসক মহলের একাংশ।

সিগারেট, বিড়ি নিয়ে মহারাষ্ট্রের জনস্বাস্থ্য দফতরের এই নতুন নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে গত বৃহস্পতিবার। একটি বিজ্ঞপ্তিতে স্বাস্থ্য দফতরের মুখ্যসচিব প্রদীপ ব্যাস জানিয়েছেন, সিগারেট এবং অন্যান্য তামাকজাত দ্রব্য (বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ এবং বাণিজ্য, উৎপাদন, সরবরাহ ও বিতরণ নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৩-এর ৭ ধারার ২ নম্বর উপধারার আওতায় খোলা সিগারেট, বিড়ি বিক্রিতে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল।

কেন এই পদক্ষেপ? ওয়াকিবহাল মহলের মতে, ধূমপায়ীদের সিগারেট-বিড়ির কুপ্রভাব নিয়ে সচেতন করতে এর প্যাকেটে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ থাকে। যা খোলা সিগারেট বা বিড়ির ক্ষেত্রে রাখা সম্ভব নয়।

বাংলা

প্যাকেট ছাড়া সিগারেট বিক্রি নিষিদ্ধ

ছবি : প্রতীকী

খুচরা সিগারেট বিক্রি করা যাবে না। কিনতে হলে এক প্যাকেট পুরোটাই কিনতে হবে। সিগারেট বিক্রির ক্ষেত্রে এমনই নিষেধাজ্ঞা জারী করেছে ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্য। ধূমপানে নিরুৎসাহিত করতেই নাকি এমন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

ভারতের প্রথম কোন রাজ্য বাজারে খুচরা সিগারেট বিক্রি নিষিদ্ধ করলো। গত ২৪ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার সিগারেট-বিড়ি নিয়ে মহারাষ্ট্রের জনস্বাস্থ্য দপ্তরের এই নতুন নির্দেশ জারি করা হয়েছে ।

একটি বিজ্ঞপ্তিতে স্বাস্থ্য দপ্তরের মুখ্যসচিব প্রদীপ ব্যাস জানিয়েছেন, সিগারেট এবং অন্যান্য তামাকজাত দ্রব্য (বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ এবং বাণিজ্য, উৎপাদন, সরবরাহ ও বিতরণ নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৩-এর ৭ ধারার ২ নম্বর উপধারার আওতায় খোলা সিগারেট, বিড়ি বিক্রিতে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল।

এতে বহু ধূমপায়ী বিপত্তিতে পড়লেও মহারাষ্ট্র সরকারের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন চিকিৎসক মহলের একাংশ।

ভারতের কম বয়সীদের ভেতর ধূমপানের প্রবণতা কমাতেই এই পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালের ক্যান্সার সার্জন পঙ্কজ চতুর্বেদীর মতে, এতে যুবসমাজে ধূমপানের অভ্যাসও কমবে।

তিনি বলেন, ‘ভারতে তামাকজাত দ্রব্য সেবন মহামারীতে পরিণত হয়েছে ১৬-১৭ বয়সীদের মধ্যে ধূমপানের অভ্যাসের ফলে। আর্থিক কারণেই তারা গোটা প্যাকেট না কিনে খুচরা বা খোলা সিগারেট-বিড়ি কেনে।’

ডেইলি বাংলাদেশ
স্বপ্ন যত দূর

মহারাষ্ট্রে প্যাকেট ছাড়া সিগারেট বিক্রি নিষিদ্ধ

ছবি: সংগৃহীত

ভারতের প্রথম রাজ্য হিসেবে খোলা সিগারেট-বিড়ি বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করল মহারাষ্ট্র রাজ্য সরকার। এখন থেকে মহারাষ্ট্রে প্যাকেট ছাড়া সিগারেট বা বিড়ি কেনা যাবে না।

ধূমপায়ীদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়াতে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। এতে বহু ধূমপায়ীরা বিপত্তিতে পড়লেও মহারাষ্ট্র সরকারের পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন চিকিৎসক মহলের একাংশ।

সিগারেট, বিড়ি নিয়ে মহারাষ্ট্রের জনস্বাস্থ্য দপ্তরের এই নতুন নির্দেশনা জারি করা হয়েছে গত বৃহস্পতিবার। এক বিজ্ঞপ্তিতে স্বাস্থ্য দপ্তরের মুখ্যসচিব প্রদীপ ব্যাস জানিয়েছেন, সিগারেট এবং অন্যান্য তামাকজাত দ্রব্য আইন ২০০৩-এর ৭ ধারার ২ নম্বর উপধারার আওতায় খোলা সিগারেট, বিড়ি বিক্রিতে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

ধূমপায়ীদের সিগারেট-বিড়ির কুপ্রভাব নিয়ে সচেতন করতে প্যাকেটে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ থাকে। যা খোলা সিগারেট বা বিড়ির ক্ষেত্রে রাখা সম্ভব হয় না। সে কারণে প্যঅকেট ছাড়া বিড়ি-সিগারেট কেনা যাবে না।

মহারাষ্ট্র সরকারের এই পদক্ষেপের ফলে কমবয়সীদের মধ্যে ধূমপানের প্রবণতা কমানো যাবে বলে মনে করছেন অনেকে। টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালের ক্যান্সার সার্জন পঙ্কজ চতুর্বেদীর মতে, এতে যুবসমাজে ধূমপানের অভ্যাসও কমবে।

তার কথায়, ভারতে তামাকজাত দ্রব্য সেবন মহামারিতে পরিণত হয়েছে ১৬-১৭ বছর বয়সীদের মধ্যে ধূমপানের অভ্যাসের ফলে। আর্থিক কারণেই তারা গোটা প্যাকেট না কিনে খোলা সিগারেট-বিড়ি কেনে।

শুধু কমবয়সীদের মধ্যেই যে এই প্রবণতা রয়েছে, তা নয়। অনেক প্রাপ্তবয়স্ক ধূমপায়ী গোটা প্যাকেট না কিনে খুচরা সিগারেট-বিড়ি কেনেন। পঙ্কজ বলেন, সমীক্ষায় দেখা গেছে, তামাকজাত দ্রব্যের ওপর ১৮ শতাংশ কর চাপানোর পর ধূমপায়ীদের সংখ্যা কমে গেছে আট শতাংশ। কিন্তু, ধূমপায়ীদের যদি খুচরা বা খোলা সিগারেট-বিড়ি কিনতে দেওয়া হয়, তবে তারা এতে চাপানো করের ভার বুঝতে পারেন না।

ডেইলি বাংলাদেশ/আরএএইচ

aviationnewsbd.com
Bangladesh's First Aviation News Portal

খোলা সিগারেট বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা!

প্রকাশিত: **২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০, ৭:৪৪:৪৪ অপরাহ্ণ**

খোলা সিগারেট-বিড়ি বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ভারতের মহারাষ্ট্র সরকার। এখন থেকে ভারতের মহারাষ্ট্রে প্যাকেট ছাড়া সিগারেট বা বিড়ি কেনা যাবে না।
বৃহস্পতিবার সিগারেট, বিড়ি নিয়ে মহারাষ্ট্রের জনস্বাস্থ্য দপ্তরের এ নতুন নির্দেশনা জারি করে।

স্বাস্থ্য দপ্তরের মুখ্যসচিব প্রদীপ ব্যাস জানিয়েছেন, সিগারেট এবং অন্যান্য তামাকজাত দ্রব্য আইন ২০০৩-এর ৭ ধারার ২ নম্বর উপধারার আওতায় খোলা সিগারেট, বিড়ি বিক্রিতে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

সোনালী বাংলাদেশ নিউজ

চার দফা দাবিতে টাঙ্গাইলে বিড়ি শ্রমিকদের মানববন্ধন

বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করে বিড়ি উৎপাদন ও বিড়ি বিক্রয় বন্ধ না করার দাবিতে মানববন্ধন করেছে বিড়ি শ্রমিকরা। আজ রোববার টাঙ্গাইল প্রেসক্লাবের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে বিড়িতে শুল্ক বৃদ্ধি না করা ও শ্রমিকদের সপ্তাহে ছয় দিন কাজের সুযোগসহ চার দফা দাবি তুলে ধরা হয়।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, কেন্দ্রীয় বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি এম কে বাঙ্গালী, সাধারন সম্পাদক মো. রহমত আলী , টাঙ্গাইল বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি লুৎফর রহমান প্রমুখ। মানববন্ধনে শতাধিক বিড়ি শ্রমিক উপস্থিত ছিলেন।

মানববন্ধনে বক্তারা জানান, বিড়ি শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ২০ লক্ষাধিক শ্রমিক। প্রত্যন্ত অঞ্চলের হত দরিদ্র, স্বামী পরিত্যক্তা নারী, বয়স্ক নারী-পুরুষ ও নদী ভাঙন এলাকার লাখ লাখ শ্রমিক বিড়ি তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করে। করোনা ভাইরাসের কারণে এসব শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েছে।

তারা অভিযোগ করে বলেন, করোনার সময় সরকার অনেক সেক্টরে সাহায্য করলেও আমারা এখনও পর্যন্ত কোনো সাহায্য পাই নি। ফলে আমাদের অনেক কষ্টে জীবন-যাপন করতে হচ্ছে। এমতাবস্থায় বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করে বিড়ি উৎপাদন ও বিড়ি বিক্রয় বন্ধ না করতে দাবি জানান নেতারা।

দৈনিক আগামীর সময়
সময়ের সাথে, আগামীর পথে • agamirshomoy.com

খোলা সিগারেট-বিড়ি বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা মহারাষ্ট্রে!

খোলা সিগারেট-বিড়ি বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্য সরকার। এখন থেকে মহারাষ্ট্রে প্যাকেট ছাড়া সিগারেট বা বিড়ি কেনা যাবে না।

বৃহস্পতিবার সিগারেট, বিড়ি নিয়ে মহারাষ্ট্রের জনস্বাস্থ্য দপ্তরের এ নতুন নির্দেশনা জারি করে। স্বাস্থ্য দপ্তরের মুখ্যসচিব প্রদীপ ব্যাস জানিয়েছেন, সিগারেট এবং অন্যান্য তামাকজাত দ্রব্য আইন ২০০৩-এর ৭ ধারার ২ নম্বর উপধারার আওতায় খোলা সিগারেট, বিড়ি বিক্রিতে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

ধূমপায়ীদের সিগারেট-বিড়ির কুপ্রভাব নিয়ে সচেতন করতে প্যাকেটে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ থাকে। যা খোলা সিগারেট বা বিড়ির ক্ষেত্রে রাখা সম্ভব হয় না। সে কারণে প্যাকেট ছাড়া বিড়ি-সিগারেট কেনা যাবে না।

মহারাষ্ট্র সরকারের পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন চিকিৎসক মহলের একাংশ। টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালের ক্যান্সার সার্জন পঙ্কজ চতুর্বেদীর মতে, এতে যুবসমাজে ধূমপানের অভ্যাসও কমবে। তিনি জানান, অনেক প্রাপ্তবয়স্ক ধূমপায়ী গোটা প্যাকেট না কিনে খুচরা সিগারেট-বিড়ি কেনেন। আর এ নিষেধাজ্ঞা চালু হলে তা বন্ধ হয়ে যাবে।

দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB

প্যাকেট ছাড়া সিগারেট বিক্রি নিষিদ্ধ

ইনকিলাব ডেস্ক | **প্রকাশের সময় : ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, ১২:০৬ এএম**

ভারতের প্রথম প্রদেশ হিসেবে মহারাষ্ট্রে প্যাকেট ছাড়া সিগারেট-বিড়ি বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তাই এখন থেকে রাজ্যেজুড়ে খোলা সিগারেট কেনা যাবে না। মুম্বাই মিরর জানিয়েছে, ধ‚মপায়ীদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়াতেই এই পদক্ষেপ নিয়েছে প্রাদেশিক জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর। বিজ্ঞপ্তিতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা প্রদীপ ব্যাস জানিয়েছেন, সিগারেট এবং অন্যান্য তামাকজাত দ্রব্য আইন ২০০৩-এর ৭ ধারার ২ নম্বর উপধারার আওতায় খোলা সিগারেট, বিড়ি বিক্রিতে সম্প‚র্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। মহারাষ্ট্র সরকারের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। টাটা মেমিরিয়াল হাসপাতালের ক্যানসার সার্জন ডা. পঙ্কজ চর্তুবেদি টাইমস অব ইন্ডিয়াকে বলেন, ১৬/২৭ বছর থেকেই তরুণরা ধ‚মপানের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে। তারা কম সংখ্যক সিগারেট নিতো। পুরো প্যাকেট কিনতে তাদের অনেক টাকা লাগবে। খরচ বাড়ার কারণে এখন থেকে কম সিগারেট কিনবে তারা। টিওআই।

The Daily Alokito Bangladesh

টাঙ্গাইলে বিড়ি শ্রমিকদের বিকল্প কর্মসংস্থান দাবি

● টাঙ্গাইল প্রতিনিধি

টাঙ্গাইল প্রেসক্লাবের সামনে গতকাল রোববার চার দফা দাবিতে বিড়ি শ্রমিকরা মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন। তাদের চার দফা দাবির মধ্যে রয়েছে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করে বিড়ি উৎপাদন ও বিড়ি বিক্রি বন্ধ না করা, বিড়িতে শুল্ক বৃদ্ধি না করা, শ্রমিকের সপ্তাহে ছয় দিন কাজ করার সুযোগ দেওয়া ইত্যাদি। মানববন্ধনে বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি এমকে বাঙ্গালী, সাধারণ সম্পাদক মো. রহমত আলী, টাঙ্গাইল জেলা বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশন সভাপতি লুৎফর রহমান প্রমুখ। মানববন্ধনে শতাধিক বিড়ি শ্রমিক ও সংগঠনের নেতাকর্মী অংশ নেন।